CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-113 ■ 22 January, 2026 ■ আগরতলা ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৮ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন ও আধিকারিকদের পরিবারের সদস্যদের দেশে ফেরার নির্দেশ বিদেশমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারী ।। বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যে এবার বড় পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশন ও অন্যান্য কেন্দ্রে কর্মরত আধিকারিকদের পরিবারের সদস্যদের অবিলম্বে ভারতে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পিটিআই জানিয়েছে, নিরাপত্তা পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, বিদেশমন্ত্রক জানায়, বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য আধিকারিকদের পরিবারের সদস্যদের ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলেও, ভারতীয় দূতাবাস ও অন্যান্য অফিসগুলি কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্মে কোনও সমস্যা হবে না।

বিদেশমন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলা নির্বাচনের আগে গোটা দেশজুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। এ ছাড়া, মৌলবাদী শক্তির বাড়বাড়ন্ত এবং সম্প্রতি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন যে, নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়ে উঠতে পারে এবং এর প্রভাব ভারতীয়দের নিরাপত্তার ওপর পড়তে পারে। ইতিমধ্যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি গত কয়েকদিনে দেশটিতে মৌলবাদী আক্রমণের মাত্রাও বেড়েছে।

সম্প্রতি, ইনকিলাব মঞ্চের প্রধান ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গোটা বাংলাদেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে, ইনকিলাব মঞ্চের তরফ থেকে সরকারের কাছে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের জন্য চরম সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ময়মনসিংয়ের হিন্দু যুবক দীপু দাসকে গণপিটুনির পর নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় দেশজুড়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এই সব ঘটনার প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশে ভারতের পক্ষ থেকে আগাম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রক নিশ্চিত করেছে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে এবং ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরার পূর্ণরাজ্য দিবসে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী

সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও কর্মঠ মানুষের রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়া, স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনও ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহাকে চিঠি দিয়ে পূর্ণরাজ্যের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ওই চিঠিতে তিনি লেখেন, ত্রিপুরা এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কর্মঠ মানুষের রাজ্য। এই সুন্দর রাজ্যে একাধিকবার সফরের সুযোগ হয়েছে, যার মধ্যে সর্বশেষ ছিল ২০২৫ সালের

☛৫ এর পাতায় দেখুন

মানুষের সার্বিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও নির্দেশক বিপ্লব গোস্বামীকে এ বছর 'ত্রিপুরা ভূষণ' সম্মানে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 'লাপতা লেডিস'-এর মতো সাড়া জাগানো ছায়াছবিতে তাঁর উৎকৃষ্ট সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে তিনি রাজ্যকে এক সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল পরিচয়ে দেশ-বিদেশে তুলে ধরেছেন। আজ পূর্ণরাজ্য দিবসের মঞ্চে শ্রী গোস্বামীকে এই সম্মানে সম্মানিত করতে পেরে আমরা গর্বিত।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। জাতি জনজাতির ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার মধ্য দিয়েই রাজ্যের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। পূর্ণরাজ্য দিবস পালনের মূল লক্ষ্যই হলো রাজ্যের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে সঠিকপথে চালিত করা। আর রাজ্যের উন্নয়নকে সচল রাখতে সর্বত্র শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখাই শেষ কথা। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে এবছরও সমাজের বিশিষ্টজনদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ৬ জনকে রাজ্য নাগরিক পুরস্কার এবং ১১ জনকে স্টেটহুড ডে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন। রাজ্য নাগরিক পুরস্কারের মধ্যে ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান প্রয়াত শিক্ষাবিদ ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্তকে (মরণোত্তর), ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিয়ের দেড় মাসের মধ্যে বধূর রহস্য মৃত্যু!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। বিবাহিত জীবনের মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই রহস্যজনক মৃত্যু ২৫ বছরের এক গৃহবধূর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতন ও হত্যার গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন। তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা এলাকার এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

মৃত গৃহবধূর নাম ঝুমা বিশ্বাস। তিনি মাইগঙ্গা এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব বিশ্বাসের স্ত্রী। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ

☛৫ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত করতে পারবে রাজ্য পুলিশও ঃ সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারী ।। শুধু সিবিআই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি তদন্ত করতে রাজ্য পুলিশও অধিকারী। সুপ্রিম কোর্ট আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্য পুলিশ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৯৮-এর অধীনে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে পারবে। এমনকি, তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিটও দাখিল করতে পারবে।

এ বিষয়ে একটি মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়াল এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে। রাজস্থানের একটি ঘটনায়, যেখানে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, সেখানে রাজ্য পুলিশ তদন্ত শুরু করে। কেন্দ্রীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পর রাজ্য পুলিশ

আদালত

চার্জশিটও পেশ করে, যেখানে অভিযুক্ত কর্মচারীর নাম ছিল।

কিন্তু, ওই কেন্দ্রীয় কর্মচারী দাবি করেছিলেন যে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী হওয়ায় রাজ্য পুলিশ তার বিরুদ্ধে তদন্ত করার অধিকারী নয়। তার মতে, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, অর্থাৎ সিবিআইই এই ধরনের তদন্ত করতে পারে। এর পর রাজস্থান হাই কোর্টে পুলিশি তদন্তের বিরুদ্ধে আবেদন করেন তিনি, তবে উচ্চ আদালত তার আবেদন খারিজ করে দেয়। পরে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন, যেখানে আদালত রায় দেয়, রাজ্য

☛৫ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রাসাদের ছোট ভাই বলে নিচে নামাতে চাইছে বিজেপি ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। তিপ্রাসাদের কোনো বড় ভাই নেই, নিজেদের বড় ভাই বলে, তিপ্রাসাদের ছোট ভাই বলে নিচে নামাতে চাইছে শাসকদল বিজেপি। আজ ধলাই জেলার ছামনুতে আর যোগদান সভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পাল্টা জবাবে এমনটাই বললেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন।

সম্প্রতি নিজেদের শরিক দল সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আরও বলেছেন, 'ছোট ভাইয়ের বড় ভাইয়ের কথা শুনে চলা উচিত'। সেই বক্তব্যের যেদিন পাল্টা জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ। তিনি বলেন, তিপ্রাসাদের কোন বড় ভাই নেই। শাসক দল নিজেকে বড় এবং তিপ্রাসাদের ছোট ভাই বলে নিচে নামাতে চাইছে। তাদের অহংকার বেড়ে গেছে। সেই অহংকারের জবাব দেবে গরীব তিপ্রাসারা। তাঁর আরও

☛৫ এর পাতায় দেখুন

৩ দিনের রাজ্য সফরে কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী সিন্ধিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তর (মিনিস্ট্রি অব ডেভেলপমেন্ট অব নর্থ ইস্টার্ন বিজিয়নডোনার) - এর ক্যাবিনেট মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া আগামী শুক্রবার তিন দিনের সফরে ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন।

রাজ্যে অবস্থানকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডোনার মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা উপস্থিতি থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আসন্ন সফরকে কেন্দ্র করে আজ

☛৫ এর পাতায় দেখুন

জিরানীয়া ফেন্সিকান্ডে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। জিরানিয়া রেলস্টেশনে ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত দীপ প্রকাশ গুপ্তাকে গ্রেফতার করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের বাড়ি দিল্লিতে এবং তাকে উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারের পর অভিযুক্ত দীপ প্রকাশ গুপ্তাকে ইতিমধ্যেই রাজ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। উল্লেখযোগ্যভাবে,

☛৫ এর পাতায় দেখুন

অর্থের অভাবে হর্ণবিল উৎসব বন্ধ থাকলেও বনমন্ত্রীর জন্মদিনে জাঁকজমক বড়মুড়া ইকোপার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। সরকারি তহবিলের ঘাটতির কথা রাজ্যের মানুষের কাছে নতুন নয়। প্রশাসনের একের পর এক দপ্তর দীর্ঘদিন ধরেই 'অর্থাভাব'-এর অজুহাতে নানা জনপ্রিয় প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ বন্ধ রেখে চলেছে। কিন্তু সেই অর্থাভাব যে কতটা বাছাই করা, সুবিধামতো প্রয়োগ করা হয়তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ ও বিতর্কিত নজির সামনে আনলো বন দপ্তর।

বির্তক তুঙ্গে

একদিকে বন দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পর বন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা টানা দু'বছর ধরে অর্থের অভাব দেখিয়ে বন্ধ করে রেখেছে বড়মুড়া ইকো পার্কের রাজ্যের জনপ্রিয় পর্যটন ও সাংস্কৃতিক উৎসব 'হর্ন বিল উৎসব', অন্যদিকে অভিযোগ, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার জন্মদিন উপলক্ষে সরকারি অর্থে বড়মুড়া ইকো পার্কে রাতভর জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানএই দুই চিত্র পাশাপাশি এলে রাজ্যজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, বনদপ্তরের তত্ত্বাবধানেই মন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে বড়মুড়া ইকো পার্কে গড়ে তোলা হয় ঝলমলে মঞ্চ। চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা, উচ্চ শব্দের অর্কেস্ট্রা, নাচ-গানের আয়োজন এবং অতিথি আপ্যায়নে কোনও খামতি রাখা হয়নি বলে অভিযোগ। সন্ধ্যা নামতেই শুরু হয় অনুষ্ঠান, যা গভীর রাত পর্যন্ত চলে। মন্ত্রী নিজে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

সরস্বতী পুজোকে ঘিরে জমে উঠেছে বাজার, দাম বাড়লেও উৎসাহে ভাঁটা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। বাগদেবী সরস্বতীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে মুখর হয়ে উঠেছে স্কুল-কলেজ, বাড়ি-ঘর ও বাজার এলাকা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে প্রস্তুতি। মূর্তি বিক্রেতারা মূর্তি নিয়ে বাজারে হাজির হয়েছেন, পাশাপাশি ফলমূল ও পূজার সামগ্রীর দোকানগুলিতেও ক্রেতাদের ভিড় চোখে পড়ছে। সব মিলিয়ে সরস্বতী পুজোকে ঘিরে বাজার এখন বেশ জমজমাট।

আগামী ২৩ জানুয়ারি বাগদেবীর আরাধনায় ব্রতী হবে স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। সেই উপলক্ষে বাজারে ছোট, মাঝারি ও বড়সব ধরনের সরস্বতী মূর্তি পাওয়া

☛৫ এর পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থে কাজ করছে বিজেপি ঃ ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ জানুয়ারি।। "সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে হবে। কোনও প্রকার অপপ্রচারে কান না দিয়ে আদর্শে অবিচল থেকে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের লড়াইকে আরও দৃঢ় করতে হবে"এই আহ্বান জানালেন ডিওয়াইএফআই-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্যী। বুধবার বিলোনিয়ার করুণা রায় স্মৃতি ভবনে ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ - এর উদ্যোগে আয়োজিত "সাম্রাজ্যবাদের দাদাগিরি রুখতে প্রতিরোধের অস্ত্র হোক সমাজতন্ত্র" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক এবং সংগঠনের বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক মধুসূদন দত্ত। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিওয়াইএফআই বিলোনিয়া মহকুমা সভাপতি সুব্রত দাস।

আলোচনা সভায় হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্যী বলেন, সাম্রাজ্যবাদ আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তা সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে ক্রমশ তীব্র করে তুলছে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের এই দ্বন্দ্ব শুধু বিশ্বজুড়েই নয়, ভারতেও সমানভাবে বিদ্যমান।

তিনি আরও জানান, ডিওয়াইএফআই সহ বিভিন্ন বামপন্থি সংগঠন ও রাজনৈতিক দল সমাজতন্ত্রের আদর্শে অবিচল থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, সাম্রাজ্যবাদের মূল চরিত্র হল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে গরিব শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষণ ও

☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 22-01-2026, 00:54

জাগরণ আগরতলা, ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ইং
৮ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

লিভ ইন ব্যভিচার বাড়িতেছে

বর্তমানে ”লিভ-ইন রিলেশনশিপ” বা বিয়ের আগে একত্রে বসবাসের প্রবণতা বাড়িতে থাকা নিয়া সমাজে নানা ধরনের মতভেদ ও উদ্বেগ রহিয়াছে। তাহা মূলত আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আধুনিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনের একটি সংঘাত।এই প্রবণতা বাড়িবার পিছনে সমাজবিজ্ঞানীরা বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করিয়াছেন। বর্তমান প্রজন্মে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং স্বাধীনতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকেই মনে করেন বিয়ের মতো বড় প্রতিশ্রুতিতে যাওয়ার আগে সঙ্গীকে ভালোভাবে চিনিয়া নেওয়া প্রয়োজন।

অনেক ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীরা বিয়ের আইনি জটিলতা বা পারিবারিক বিশাল দায়িত্ব এড়াইতে লিভ-ইন বাছিয়া নিতেছেন।বড় শহরগুলোতে একাকী থাকার চাইতে খরচ ভাগাভাগি করিয়া থাকা অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী।অনেকে মনে করেন বিয়ের পর ক্যারিয়ারে যে পরিবর্তন আসে, লিভ-ইন করিলে সেই চাপ কিছুটা কম থাকে।আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি বড় বিতর্কের বিষয়।

প্রায় সব ধর্মেই বিয়ের পবিত্রতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিয়ের বাইরে শারীরিক সম্পর্ক বা লিভ-ইনকে সমর্থন করা হয় না। অনেকে মনে করেন লিভ-ইন সংস্কৃতি বাড়িলে দীর্ঘস্থায়ী পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে এবং এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে পারে।

উল্লেখ্য যে, ভারতের আইন (সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায় অনুযায়ী) প্রাপ্তবয়স্ক দুই ব্যক্তির সম্মতিতে লিভ-ইন রিলেশনশিপকে সরাসরি ”অবৈধ” ঘোষণা করেনি, যদিও একে কেন্দ্র করিয়া নানা সামাজিক বিতর্ক রহিয়াছে।

লিভ ইন সম্পর্কে বৈধতা দেওয়ার ফলশ্রুতিতে দেশে ব্যভিচার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সনাতন সমাজব্যবস্থায় এটি ভয়ংকর প্রবণতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইনি সংস্থানের দোহাই দিয়া অনেকেই এই ধরনের কাজ কর্মে প্রতিনিয়ত লিপ্ত হইতেছেন। সমাজ ব্যবস্থায় এর ভয়ংকর প্রভাব পড়িতেছে। বহু সোনার সংসার ভাংগিয়া চোরমার হইয়া যাইতেছে। দেশের আইনে লিভ ইন সম্পর্কে বৈধতা দেওয়া হইলেও ইহা পুনর বিবেচনা করা জড়িয়ে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। একই সাথে লাভ মেরেজ সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করিতেছে।

লিভ ইন সম্পর্কের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের কথা বলিলেন হরিয়ানার বিজেপি সাংসদ ধরমবির সিং। লোকসভায় লিভ ইনকে তিনি ”ভয়ঙ্কর অসুখ”- এর সঙ্গে তুলনা করেন। ”লিভ ইন সম্পর্ক আসলে ভীষণ খারাপ রকমের একটা রোগ। অবিলম্ব সমাজ থেকে নির্মূল করা দরকার। শুধু লিভ ইন সম্পর্কই নয়, প্রেমের বিয়েতে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশি। বর, কনের বাবা-মায়ের মত থাকা উচিত তাঁহাদের ছেলের-মেয়ের কোনও প্রেমের সম্পর্কে জড়াইয়া থাকিলে।ভারতীয় সংস্কৃতি ”বসুধৈব কুটুম্বকম” (বিশ্ব একটি পরিবার) এবং ভ্রাতৃত্বের দর্শনের জন্য পরিচিত। আমাদের সামাজিক কাঠামো বিশ্বের অন্যদের থেকে আলাদা। বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের ঐক্য দেখে সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধ।” বহুকাল ধরিয়াই দেখাশোনা করিয়া বিয়ে দেওয়ার রীতি ভারতে রহিয়াছে। এখনও বহু পরিবার, বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের দেখাশোনা করিয়া বিয়ে দিতেই পছন্দ করে। তবে আজকাল দেখাশোনা করিয়া বিয়ে হইলেও দুই পক্ষেরই সামাজিক এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং পছন্দের পাশাপাশি পারিবারিক রীতিনীতিকেও মান্যতা দেওয়া হয়। ”বিয়ে একটি পবিত্র সম্পর্ক, সাত জন্মের বন্ধন। ভারতে বিবাহ বিচ্ছেদের হার প্রায় ১.১ শতাংশ। অন্যদিকে আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদের হার ৪০ শতাংশ। এটি লক্ষ্যণীয়, দেখাশোনা করে বিয়েতে বিবাহবিচ্ছেদের হার কম। সম্প্রতি বাড়িয়াছে বিবাহ বিচ্ছেদের হার। এর প্রধান কারণ হইল প্রেমের বিয়ে। লাভ ম্যারেজে বিচ্ছেদের হার বেশি। তাই এমন একটা নিয়ম চালু করা হোক, যেখানে লাভ ম্যারেজের সময় ছেলে---মেয়ে দু”জনেরই পিতা, মাতার সম্মতি বাধ্যতামূলকভাবে নেওয়া হইবে। অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়া বিবাহ করা যাইবে না। লাভ ম্যারেজে গোত্রের তোয়াক্কা করা হয় না, যাহার জেরে গ্রামে দ্বন্দ্ব হয়, আর তাহার ফল ভুগিতে হয় পরিবারগুলিকে।

সম্প্রতি দেশে লিভ ইন প্রবণতা বাড়িয়াছে। এটা একটা ভয়ঙ্কর অসুখের মত। এর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ছে সমাজে। এই ধরনের সম্পর্কগুলো আসিয়াছে পশ্চিমী দেশগুলি থেকে। বর্তমানে ভারতীয় সমাজেও ঢুকে পড়িতেছে লিভ ইন সম্পর্কের জাল। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। ”লিভ ইন সম্পর্কে শুধু আমাদের সংস্কৃতিই নষ্ট হইতেছে না, সমাজে খারাপ মনোভাব ও ঘৃণাও ছড়াইয়া পড়িতেছে। এভাবে চলিতে থাকিলে আমাদের সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটিবে। আমাদের সঙ্গে অন্যদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকিবে না। লিভ-ইন সম্পর্কের বিরুদ্ধে একটি আইন করা হোক যাহাতে এই বিপজ্জনক রোগটি সমাজ থেকে নির্মূল করা যায়।

২০২৬ সালে আসছে আন্তর্জাতিক যেসব বিজ্ঞানের বই

শিউলী সুলতানা

বছর সবে শুরু হলো, এর মধ্যেই প্রকাশকদের ক্যাটালগ উপচে পড়ছে নতুন সব বইয়ের খবরে। বিজ্ঞানের রাজ্যে এবার আসছে অনেক নতুন ও ইন্টারেস্টিং বই। ২০২৬ সালের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ বিজ্ঞান ও গণিতের বইগুলোর খবর থাকছে এখানে।

মহাকাশ ঃ- শুরুটা হোক বিশাল ক্যানভাসে। পরিবেশ ইতিহাসবিদ ডাগোমার ডিগ্রুট নিয়ে আসছেন রিপলস অন দ্য কসমিক ওশেন। সৌরজগৎ কীভাবে মানবসভ্যতাকে গড়ে তুলেছে, তা নিয়েই এই বই। মঙ্গলের ধূলিঝড় কীভাবে এলিয়েনদের গল্পের জন্ম দিল, কিংবা বৃহস্পতিতে ধূমকেতুর আঘাত কীভাবে আমাদের পৃথিবীকে বাঁচানোর পরিকল্পনা করতে শেখাল, সবই আছে এই বইয়ে।

আরও একটু গভীরে যাওয়া যাক। অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট এমা চ্যাপম্যান তাঁর রেডিও ইউনিভার্স বইয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে আমরা মহাকাশের অন্ধকার কোণগুলো খুঁজে বের করছি। ব্ল্যাকহোল থেকে পালসারের ব্যাপারে জানা যাবে এই বইয়ে। আর তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও কলামিস্ট চান্ডা প্রেসকট-ওয়াইনস্টাইন নিয়ে আসছেন দ্য এজ অফ স্পেস-টাইম। লেখক কবিতা ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন স্থান ও সময়ের কোয়ান্টাম রহস্য বোঝাতে।

স্বাস্থ্য ঃ- স্বাস্থ্যবিষয়ক বইগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। কীভাবে নিজেকে সুস্থ রাখা যায় এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। সাংবাদিক ডেভিড কক্সের দ্য এজ কোড শেখাবে, কীভাবে সঠিক খাবার খেয়ে বুড়ো হওয়া ঠেকানো যায়। আর বিল গিফোর্ড তাঁর হটওয়্যার্ড বইয়ে তাপ ব্যবহার করে শরীর সুস্থ রাখার উপায় বলেছেন। তাঁর মতে, মানুষ গরমে টিকে থাকার জন্যই বিবর্তিত হয়েছে।

অন্যদিকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিভাগে ডাক্তার জান্ড ভ্যান টিউলকেন লিখেছেন মেক মি ওয়েল। সুস্থ থাকার নামে যে বিশাল বাণিজ্য চলছে, তার মুখোশ খুলে দেওয়ার এবং সঠিক পথ দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন লেখক। সাংবাদিক আলেভ স্কট তাঁর ক্যাশ কাউ বইয়ে প্রজনন শিল্পের রমরমা ব্যবসার অন্ধকার দিক তুলে ধরেছেন।

গণিত ঃ- গণিত কি বোরিং? রিচার্ড এলওয়েস তাঁর হিউজ নাম্বারস বইয়ে দেখিয়েছেন, বিশাল সব সংখ্যা কীভাবে মানুষের চিন্তাধারা বদলে দিয়েছে। বেসিক বুকস ইউকে আর ইয়ান স্টুয়ার্ট তাঁর রিচিং ফর দ্য এক্সট্রিম বইয়ে গণিতের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে জটিল ধাঁধাগুলোর সমাধান খুঁজেছেন।

প্রযুক্তি ও এআই ঃ- এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন হট টপিক। গৌরব সুরি ও জয় ম্যাকলেল্যান্ড তাঁদের দ্য ইমার্জেন্ট মাইন্ড বইয়ে মানুষের মস্তিষ্ক ও এআইয়ের জটিলতা ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী জেমস মালডুন লাভ মেশিনস বইয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রযুক্তি আমাদের সম্পর্ক, ভালোবাসা ও আবেগের সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছে। হার্পারকলিন্স পাবলিশার্স তবে ক্যাথরিন ডানের লিটল ব্লু ডট বইটা মিস করা যাবে না। জিপিএস বা ম্যাপের সেই নীল বিন্দুর ইতিহাস নিয়ে লেখা এই বই। আর ফ্রেড মিলস তাঁর মেগা বিল্ডস বইয়ে এমন ১০টি বিশাল প্রজেক্টের গল্প বলেছেন, যা আমাদের পৃথিবীকে বদলে দেবে।

পরিবেশ ঃ- পরিবেশ নিয়ে বই মানেই কি শুধু দুঃসংবাদ? রেবেকা সলনিট তাঁর দ্য বিগিনিং কামস আফটার দ্য এন্ড বইয়ে আমাদের নতুন করে আশা দেখাচ্ছেন। তিনি বলছেন, গত ৫০ বছরে আমাদের চিন্তাধারায় যে বিপ্লব এসেছে, সেটাই পরিবর্তনের চাবিকাঠি। আর সাংবাদিক জীবন ভাসাগ্র তাঁর দ্য সার্জ বইয়ে বন্যার ইতিহাস ও ভবিষ্যতের কথা বলেছেন। ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন মানুষ সমুদ্রসীমার নিচে বসবাস করবে। এই ভয়ংকর তথ্যের পাশাপাশি তিনি শুনিয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জাদুকরি সমাধানের কথাও। প্রকৃতি ঃ- জলবায়ু পরিবর্তন অ্যান্টার্কটিকার পেঙ্গুইনদের ওপর কী প্রভাব ফেলছে, তা নিয়ে লুইস কে. ব্লাইট লিখেছেন হয়্যার দ্য আর্থ মিটস দ্য স্কাই। আর জো উইম্পেনি তাঁর বিউটি অব দ্য বিস্টস বইয়ে সাপ, বোলতা ও কুমিরের মতো অপ্রিয় প্রাণীদের হয়ে সাফাই গেয়েছেন। কেন জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এদের দরকার, তা জানলে চমকে যাবেন।

মনস্তত্ত্ব ঃ- মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। ডেইজি ফ্যানকোর্ট তাঁর আর্ট কিওর বইয়ে দেখিয়েছেন, গান-বাজনা বা শিল্পচর্চা কীভাবে আমাদের শরীর ও মন ভালো রাখে। লিয়েন টেন ব্রিঙ্ক তাঁর পয়জনাস পিপল বইয়ে শিখিয়েছেন, কীভাবে আপনার আশপাশের সাইকোপ্যাথ, নার্সিসিস্ট বা ধূর্ত লোকদের চিনে নিজেকে বাঁচাবেন। মেলিসা ম্যাফিও তাঁর সায়েন্স অব দ্য সুপারন্যাচারাল বইয়ে ভিনগ্রহের প্রাণী বা সাইকিক রিডিংয়ের পেছনের বিজ্ঞান খুঁজেছেন। লিয়েন টেন ব্রিঙ্ক তাঁর পয়জনাস পিপল বইয়ে শিখিয়েছেন, কীভাবে আপনার আশপাশের সাইকোপ্যাথ, নার্সিসিস্ট বা ধূর্ত লোকদের চিনে নিজেকে বাঁচাবেন। সেরাদের সেরা ঃ- এত বইয়ের ভিড়েও কিছু বই থাকে যা আপনাকে পড়তেই হবে। ২০২৬ সালের জন্য সেরাদের সেরা চার বই: ১. আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব দ্য ইউনিভার্স সারাহ আলম মালিকের লেখা আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব দ্য

লেখক: সারাহ আলম মালিক

ব্যাবিলনীয়দের মাটির ফলকে আকাশের হিসাব রাখা থেকে শুরু করে আধুনিক মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে দেওয়া আবিষ্কারগুলোর গল্প বলেছেন লেখক। ২. দ্য স্যাভেজ ল্যান্ডস্কেপ

লেখক: ক্যাল ফ্লিন জনমানবহীন বুনো জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এবং বন্য প্রকৃতিকে রক্ষা করার উপায় নিয়ে লেখা এই বই। ক্যাল ফ্লিনের লেখার হাত কতটা জাদুকরি, তা যারা তাঁর আগের বড়েছেন, তাঁরা জানেন।

৩. আই এম নট আ রোবট

লেখক: জোয়ানা স্টার্ন

টানা এক বছর আপনার সব কাজ এআই দিয়ে করালে কী হবে? ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্টার জোয়ানা স্টার্ন ঠিক এই কাজটাই করেছেন। এর ফলাফল যেমন মজার, তেমনি ভয়ংকর!

৪. দ্য স্টোরি অব বার্ডস

লেখক: স্টিভ ব্রুসেট

পাখিরা ডাইনোসরের বংশধর, তা নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু গরিলার সমান পেঙ্গুইন কিংবা গরুর চেয়েও ভারী হাঁস? প্যালিওন্টোলজিস্ট স্টিভ ব্রুসেট পাখিদের বিবর্তনের এই অদ্ভুত সব গল্প নিয়ে হাজির হয়েছেন এই বইয়ে।

ওপেনহেইমার এর জীবনী ও বিখ্যাত উক্তি সমূহ

জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহেইমার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রশাসক ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমার বিকাশের এক অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইদানিং সময়কার অন্যতম চরচিত নাম হলেন জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহেইমার। এই প্রতিবেদনে ওপেনহাইমার এর জীবন সম্পর্কিত বিস্ময়কর কিছু তথ্য ও তার বিখ্যাত কিছু উক্তি তুলে ধরা হবে। এক নজরে ওপেনহাইমার- বিশিষ্ট এই ব্যক্তিত্ব যখন লস এলামোজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে পরিচালক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ছিলেন অর্থাৎ ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে তিনি আণবিক বোমার উন্নয়নার্থে কাজ করেছিলেন। এনরিকো ফার্মির পাশাপাশিতাকে ওপেনহীমারকে ও আণবিক বোমার জনকরূপে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এছাড়াও তিনি বার্কলে এলাকায় অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহেইমার ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডির পরিচালকের দায়িত্ব ও সুনিপুণভাবে পালন করেন। তবে পরবর্তীকালে নিরাপত্তা বিষয়ক শুনানীতে ওপেনহেইমার এর বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের অভিযোগ উত্থাপিত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পরামর্শকের দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

সরকারের এ হেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক এবং নৈতিকতাকে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত করার বিরুদ্ধে সরকারকে নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়।

জন্ম ও প্রারম্ভিক জীবন ঃ- রবার্ট ওপেনহাইমার ২২ এপ্রিল, ১৯০৪ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে জন্মগ্রহণ করেন। জার্মান অভিবাসী পিতা জুলিয়াস ওপেনহেইমার ১৮৮৮ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে পদার্পণ করেন এবং পর্যায়ক্রমে টেক্সটাইল শিল্পে আমদানী রফতানীর ব্যবসা শুরু করেন যেখানে তিনি সাফল্যের মুখ দেখেছিলেন। ওপেন হাইমার মা এলা ফ্রাইডম্যান ছিলেন একজন চিত্রকর।। রবার্ট হেইমারের অনুজ ভ্রাতা ফ্রাঙ্ক ওপেনহেইমার ও পরবর্তীকালে পদার্থবিদ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন।

শিক্ষা জীবন ঃ- ওপেনহাইমার নিউ ইয়র্ক সিটির এথিক্যাল কালচার সোসাইটি স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান, যেখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে দক্ষতা অর্জন করেন।

রবার্ট ওপেনহীমার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-পূর্ব শ্রেণীতে যখন অধ্যয়ন করছিলেন তখন তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেন। ১৯২৫ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর গবেষণা কর্মের জন্য ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রাখেনা।

পরবর্তীকালে ওপেন হাইমার ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিতে লর্ড আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের তত্ত্বাবধানে থেকে আণবিক গঠন বিষয়ে গবেষণা চালান এবং সৌভাগ্যক্রমে তিনি পারমাণবিক গবেষণার উন্নয়নে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ পান। তিনি ম্যাক্স বর্নের ছত্রচ্ছায়াও তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯২৭ সালে রবার্ট ওপেন হাইমার ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিথযশা এই ব্যক্তিত্ব ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩০ এর দশক জুড়ে, তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ করে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পদার্থবিদদের একটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করতে এবং সমর্থন করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ওপেন হাইমার এর মাতৃবিয়োগ, ১৯৩১ সালে রবার্ট ওপেন হাইমারের মা মাতা মারা যান যার ফলে তিনি বাবার কাছাকাছি ছিলেন ও নিয়মিতভাবে ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণ করতেন।১৯৩৭ সালে পিতৃ বিয়োগ হলে তিনি ও তার ভাই ফ্রাঙ্ক ৩৯২,৬০২ মার্কিন ডলার উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হন। ওপেন হাইমার নিজের সমুদয় অংশ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শিক্ষার্থীদের বৃত্তির জন্য একটি দলিল সম্পাদন করেন।

রাজনৈতিক জীবন- ১৯২০-এর দশকে ওপেনহেইমার বৈশ্বিক বিষয়াবলী থেকে দূরে সরে যান। তিনি ১৯৩৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত কোন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেননি তবে ১৯৩৪ সালের পরবর্তী কালে তিনি রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি নিজ বেতনের তিন শতাংশ পরিমাণ সমমানের বার্ষিক ১০০ ডলার অর্থ নাজি জার্মানি থেকে চলে আসা জার্মান পদার্থবিদদের সহায়তার জন্যে প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে ওয়েস্ট কোস্ট ওয়াটারফ্রন্ট স্ট্রাইকে তিনি ছাত্র মিছিলে অংশ নেন। তবে জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলারের উত্থানের পরপরই তিনি রাজনীতিতে আগ্রহান্বিত হন। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তিনি সমাজতান্ত্রিক ছাত্রদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগঠনে যুক্ত হন। জোসেফ স্টালিনের নিয়ন্ত্রণাধীন রুশ বৈজ্ঞানিকগণ তার সদস্যপদ কেড়ে নিলে তিনি আর কখনো সংগঠনে যুক্ত হননি।

ম্যানহাটন প্রকল্প-১৯৩৯ সালে নাজি জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড দখল করা হলে বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন এবং লিও জিলার্ড মার্কিন সরকারকে এই বলে সতর্কবার্তা পাঠান যে যদি নাজিরা পারমাণবিক বোমা তৈরী করে তাহলে তা সমগ্র মানবজাতির জন্য ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ হেন পরিপ্রেক্ষিতে ওপেনহেইমার প্রকৃতিপ্রদত্ত ইউরেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন।১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন সামরিক বাহিনী ব্রিটিশ এবং মার্কিন পদার্থবিদদের একত্রিত করে পারমাণবিক শক্তির সন্ধানে সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা চালায় যেটি কিনা পরবর্তীকালে বিখ্যাত ম্যানহাটন প্রকল্প নামে পরিচিতি পেয়েছিল। এর কর্মপন্থা নির্ধারণের গুরুদায়িত্ব দেয়া হয়। ওপেনহেইমারকে। তাকে এই প্রকল্প গঠন এবং ল্যাবরেটরির প্রশাসকরূপে মনোনীত করা হয়েছিল। ওপেনহেইমারের নেতৃত্বে, বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীরা সফলভাবে প্রথম পারমাণবিক বোমার নকশা ও নির্মাণ করেছিলেন। নিউ মেক্সিকো মরুভূমিতে সংঘটিত ট্রিনিটি পরীক্ষায় ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই বোমাটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। জার্মানির আত্মসমর্পণের বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টায় নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের আমোগোর্ডো এলাকায় প্রথম আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। একই বছরের অক্টোবর মাসে ওপেনহেইমার তার পদ থেকে ইস্তফা দেন।পারমাণবিক বোমা ও ওপেন হাইমার- পারমাণবিক বোমার বিকাশ ওপেনহাইমারের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বোমার শক্তি এবং এর ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করার পর, তিনি বিখ্যাতভাবে ভগবদ্গীতা উদ্ধৃত করে বলেছেন, “এখন আমি মৃত্যু, বিশ্বের ধ্বংসকারী।” ১৯৪৭ সালে তিনি ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি’র প্রধান হন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সাধারণ পরামর্শক কমিটির সভাপতির ও দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ওপেনহাইমার আমেরিকান বিজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তিনি নিউ জার্সির প্রিন্সটনে ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডির পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পারমাণবিক অস্ত্রের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষেও একজন উকিল ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এনজি কমিশন গঠনে ভূমিকা পালন করেছিলেন।

নিরাপত্তা শুনানি- দুর্ভাগ্যবশত, স্নায়ুযুদ্ধের শুরুর বছরগুলিতে, ওপেনহেইমারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমিতিগুলি নিরাপত্তা ছাড়পত্রের সমস্যাগুলির দিকে পরিচালিত করেছিল এবং তিনি একটি নিরাপত্তা ঝুঁকি হওয়ার অভিযোগের সম্মুখীন হন। ২১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত মার্কিন সামরিক নিরাপত্তাবিষয়ক প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে অগ্রহণযোগ্যতা এবং অতীতে কমিউনিস্টদের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠে। এছাড়াও, সোভিয়েত গুপ্তচরদের সাথে সম্পর্ক বজায় ও হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণে বাঁধার কথা তুলে ধরা হয়। নিরাপত্তা শুনানীতে স্পষ্টভাবে অভিযুক্ত করা যায়নি। কিন্তু, সামরিক নিরাপত্তা বিষয়ে তার অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়। এরফলে তার সাথে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের পরামর্শক পদের চুক্তিনামা বাতিল করা হয়। ম্যানহাটন প্রকল্পে কর্মরত ৪৯৩ জন বিজ্ঞানী একযোগে স্বাক্ষর সহকারে তাদের প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে। এটি শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে তার নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রত্যাহারের দিকে পরিচালিত করে। যদিও তিনি বৈজ্ঞানিক কাজে জড়িত ছিলেন, নিরাপত্তা ছাড়পত্র হারানো তার কর্মজীবনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ধাক্কা ছিল। আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সংগঠন দ্রুততার সাথে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং এ বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ ঘটায়। ফলে রবার্ট ওপেনহেইমার বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের প্রতীকিতে পরিণত হন। জীবনের বাকী দিনগুলোয় তিনি বিজ্ঞান এবং সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের লক্ষ্যে কাজ করে যান। ২০ মে, ২০০৯ তারিখে উড্রো উইলসন ইনস্টিটিউটে একটি সেমিনারে কেজিবি’র সংগ্রহশালা থেকে ভাসিলিয়েভের নোটবইয়ের উপর ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেই তথ্য অনুসারে ব্যক্ত হয় যে ওপেনহেইমার কখনো সোভিয়েত ইউনিয়নে তথ্য পাচারের সাথে জড়িত ছিলেন না। ওপেনহেইমার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি বরং ম্যানহাটন প্রকল্প থেকে অনেক লোককে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের জন্যে বের করে দিয়েছেন তিনি।

ওপেনহাইমারের ব্যক্তিগত জীবন, ১৯৪০ সালে ওপেনহেইমার ২৯ বছর বয়সী কিটি হেরিসনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। ওপেনহেইমার ছিলেন কিটির চতুর্থ স্বামী। কিটি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির একজন সাবেক সদস্য। বিবাহের সাত মাস পর তাঁদের প্রথম সন্তান পিটারের জন্ম হয়।

সম্মাননা ঃ- পরবর্তী বছরগুলিতে, ওপেনহেইমারের খ্যাতি ধীরে ধীরে উন্নত হয় এবং তিনি তার বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য অনেক সম্মান ও পুরস্কার পান। ১৯৬৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসন ওপেনহেইমারকে আণবিক শক্তি কমিশনের প্রদেয় এনরিকো ফার্মি পুরস্কার প্রদান করেন। তবে ওপেন হাইমার কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে দীর্ঘদিন সম্পৃক্ত থাকেননি যার ফলে তিনি নোবেল পুরস্কারের যোগ্যতা অর্জন করেননি। তার কৃষ্ণ গহ্বর সম্পর্কীয় তত্ত্বটিও জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। ৬৭০৮৫ ওপেনহেইমার নামীয় একটি তারাকে তার সম্মানে নামাঙ্কিত করা হয়। ওপেন হাইমারের বৈজ্ঞানিক অবদান এক

ঝলকে ঃ- এজে রবার্ট ওপেনহেইমার পারমাণবিক বিজ্ঞানের উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা তৈরিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক অবদানের মধ্যে রয়েছে: ম্যানহাটন প্রজেক্ট লিডারশিপ: প্রকল্পের প্রধান হিসেবে, ওপেনহাইমার প্রথম পারমাণবিক বোমার নকশা ও নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে নেতৃত্ব দেন।

লস আলামোস ল্যাবরেটরি ঃ- ওপেনহেইমারের নির্দেশনায়, লস আলামোস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি নিউ মেক্সিকোতে ম্যানহাটন প্রকল্পের প্রাথমিক গবেষণা ও উন্নয়ন সাইট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লস আলামোস পারমাণবিক বোমার নকশা, সমাবেশ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ইমপ্লোশন পদ্ধতিঃ- একটি পারমাণবিক বোমা তৈরির ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি ছিল একটি শৃঙ্খল বিক্রিয়াকে ট্রিগার করার জন্য বিচ্ছিন্ন পদার্থের (এই ক্ষেত্রে, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভর অর্জন করা। ওপেনহাইমার এবং তার দল ইমপ্লোশন পদ্ধতি তৈরি করেছিল, যা পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ভর তৈরি করতে প্রচলিত বিস্ফোরক ব্যবহার করে প্লুটোনিয়ামের একটি সাবক্রিটিকাল গোলককে সংকুচিত করে।

ট্রিনিটি টেস্টঃ- ওপেনহাইমার ট্রিনিটি পরীক্ষায় ১৬ জুলাই, ১৯৪৫-এ প্রথম পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করেন। পরীক্ষাটি নিউ মেক্সিকো মরুভূমিতে হয়েছিল এবং ইমপ্লোশন ডিজাইনের কার্যকারিতা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করেছে।

হিরোশিমা এবং নাগাসাকি: ম্যানহাটন প্রকল্পের অংশ হিসাবে নির্মিত পারমাণবিক বোমাগুলি ১৯৪৫ সালের আগস্টে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং ইতিহাসের গতিপথের জন্য বোমা হামলার গভীর এবং দূরবর্তী পরিণতি ছিল। পোস্টওয়ার অ্যাডভোকেসি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ওপেনহেইমার পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং পারমাণবিক অস্ত্রের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সমর্থন করেছিলেন। তিনি পারমাণবিক বিস্তার রোধ এবং পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার প্রচারের গুরুত্বে বিশ্বাস করতেন। ১৯৬৬ সালে রবার্ট ওপেনহাইমার ইনস্টিটিউট ফর স্টাডি থেকে অবসর নেন। এর পরের বছরই গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দেহাবসান ঘটে এই প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকের।

ওপেনহাইমারের বিখ্যাত উক্তি সমূহ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করান সারথি কৃষ্ণ। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান তিনি। বোঝান, আমি সৃষ্টি ও ধ্বংস। এর পর কর্তব্য পালনে আর পিছে হটেননি অর্জুন।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

22-01-26.pmd 1 21-01-2026, 23:53

বুধবার আগরতলায় নেতাজী স্কুলের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে হামলার হুমকি কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা, এক ব্যক্তিকে আটক

পুরী, ২১ জানুয়ারী : পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে হামলার হুমকি দেওয়া এক পোস্ট সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর মন্দির চত্বরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সন্ত্রাস দমন বাহিনী (এটিএস) ও বম্ব ডিজপোজাল স্কোয়াড। পুলিশ ইতিমধ্যেই এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে পুরীর একটি শপিং মলে হামলার হুমকি দেওয়া হয়। পাশাপাশি, বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস খুন্তিয়ার ওপরও হামলার হুমকি দেওয়া হয়। এই পোস্টটি একটি মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া হয়েছিল। তবে ওই মহিলার অভিযোগ, কেউ তাঁর নামে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে এই পোস্ট করেছে। তিনি পুলিশের কাছে বয়ানও দিয়েছেন, যার ভিত্তিতে পুলিশ একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেছে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
No.F. 186/DIV-I/2025/4968-90 Dated, the 17 January 2026

CORRIGENDUM

Due to some unavoidable circumstances please read DNIeT No. 271/CE/UDD/EW/2025-26, rate of item No.3 @Rs. 701.20/ sqm, estimated cost for Rs. 2,85,95,486/- in place of DNIeT No.39/EE/DIV-I/AMC/2025-26, rate of item No.3 @Rs. 708.30/ sqm, estimated cost Rs. 2,86,06,364/-respectively in connection with "e" tender No.16/EE/DIV-I/AMC/2025-26. dt-31-12-2025 for "Development and Beautification of Prabhu Bari Pond under Ward No-20, AMC".
Other contents and terms and conditions will remain unchanged.

Executive Engineer
Division No-I
Agartala Municipal Corporation

WALK-IN-INTERVIEW

The eligible female candidates may attend the WALK-IN-INTERVIEW to be held on 17.02.2026at 10.30 A.M sharp in the office of the Child Development Project Officer, Amarpur ICDS Project, Gomati, Tripura along with filled in bio-data in the prescribed format given below and with all necessary documents (Self attested Xerox copy & original) and 2(two) copies of recent passport size photographs for selection of Non-permanent engagement in the vacant posts of Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers for the following Anganwadi Centres sanctioned recently under PM-JANMAN, DAJGUA and other vacant post due to retirement after superannuation under Amarpur ICDS Project on no-work-no-honorarium basis.
Details of Vacancy in Anganwadi Centres

Sl. No	Name of VC/GP	Name of vacant AWC	Details of vacancy(AWW/AWH)	
			Vacant post of Anganwadi Worker(AWW)	Vacant post of Anganwadi Helper(AWH)
1	[illegible] VC	[illegible] Para Awc	01	01
2	Laigm VC	[illegible] Para 2 Awc	01	01
3	Rajkang VC	[illegible] Awc	01	01
4	Poharpur VC	[illegible] Para Awc	01	01
5	PurbaGorbang VC	[illegible] Para Awc	01	01
6	PurbaGorbang VC	[illegible] Para Awc	01	01
7	Karmachora VC	[illegible] Bari 2 Awc	01	01
8	Uttar Chellagang VC	[illegible] Para 2 Awc	01	01
9	PurbaDulung VC	Rambabu Para Awc	01	01
10	Poharpur VC	Kunjo Colony Jamatia Para Awc	01	01
11	Karmachora VC	Lauma Para Awc	01	01
12	Nutan Bazar VC	Nutan Bazar Awc	01	00
13	Bangamati GP	Bangamati Madhya Para Awc	00	01

For more details please contact to the office of the CDPO, Amarpur ICDS Project, Amarpur, Gomati, Tripura
ICA/D-1843/26

Office of the Child Development
Project Officer Amarpur ICDS Project: Gomati, Tripura.

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 42/EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in single/two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction of Farmers Knowledge Center at Singicherra under Khowai Agri. Sub-Division/S.H: -Providing Internal Electrification. (67/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	Rs. 2,05,386/-	Rs. 4,108/-	Up to 27/01/2026 at 2.00 PM	At 3.00 PM on 27/01/2026 (If possible)	Appropriate Class
2.	Construction of Farmers Knowledge center at Baganbazar under Kalyanpur Agri. Sub-Division/SH:-Providing internal Electrification. (68/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	Rs. 2,83,145/-	Rs. 5,663/-			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/3940/26

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West, Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

নয়ডায় ২৭ বছরের সফটওয়্যার পেশাদার মৃত্যু: নির্মাতা গ্রেফতার, পরবর্তী তদন্তে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক অবহেলা নিয়ে

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারী : নয়ডার একটি নির্মাণাধীন প্রকল্পে ২৭ বছরের সফটওয়্যার পেশাদার যুবরাজ মেহেতার মৃত্যু নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, যা সিস্টেমিক অবহেলার কারণে ঘটে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার পর মঙ্গলবার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক গ্রেফতার করা হয়। তবে, কিছু ডকুমেন্ট থেকে জানা যাচ্ছে, যে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট ছিল, তারা প্রায় তিন বছর আগে নয়ডা অথরিটির কাছে এই সাইটের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল, যা এখন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তৈরি করেছে যে কেন প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষ সেই সময়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

২০২২ সালে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে নয়ডা অথরিটিকে পাঠানো একটি চিঠিতে স্যুয়ার ও মেইন ড্রেন লাইনের ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যা সাইটের বেসমেন্টে মলমূত্র ও বৃষ্টির জল জমে থাকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই জমে থাকা পানিতে পরে যুবরাজ মেহেতার গাড়ি ডুবে যায়। ওই চিঠিতে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করেছিল যে, যদি জরুরি মেরামত কাজ না করা হয়, তবে এটি একটি বড় দুর্ঘটনায় পরিণত হতে পারে।চিঠিতে উইজটাউন প্ল্যানার্সের পরিচালক আঞ্চল বোরা লিখেছিলেন, 'এটি একটি গুরুতর দুর্ঘটনায় পরিণত হতে পারে এবং যদি স্যুয়ার এবং ড্রেন লাইনের মেরামত না করা হয় এবং প্লট থেকে জল না টানানো হয়, তাহলে অজান্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' এছাড়াও, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে দীর্ঘ সময় ধরে পানি জমে থাকায় সাইটের সীমানা প্রাচীর দুর্বল হয়ে পড়েছে, যার ফলে কিছু অংশ ধসে পড়েছে। এবং সাইটে সাময়িক ব্যারিকেডও জলের চাপের কারণে অকার্যকর হয়ে পড়ছে, এমনকি রাস্তার সুরক্ষিত অবস্থা নিয়ে ছবি জমা দিয়েছিলেন তিনি।

নয়ডার সেক্টর ১৫০-তে ড্রেনেজ সমস্যা দীর্ঘ এক দশক ধরে চলমান, পর্যালোচিত ডকুমেন্ট অনুযায়ী। ২০১৫ সালে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল হিন্দন নদীতে স্থানান্তরের জন্য একটি প্রধান রেগুলেটর নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছিল, যাতে নিম্নাঞ্চলে বন্যা প্রতিরোধ করা যায়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নয়ডা অথরিটি এ কাজের জন্য ১৩.৫ লাখ রুপি বরাদ্দ করেছিল।

বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত গড়ার অভিযান সফল করার লক্ষ্যে সিপাহীজলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: মিশন সংকল্পের অন্তর্গত বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত গড়ার অভিযানকে সফল করার লক্ষ্যে সিপাহীজলা প্রশাসন ও জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট এর যৌথ উদ্যোগে আজ সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সিপাহীজলা জেলায় বাল্য বিবাহ এবং কিশোরী অবস্থায় গর্ভাবস্থা প্রতিরোধে আজকের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের আইসিড এস প্রকল্পের জেলা প্রোগ্রাম আধিকারিক উত্তম কুমার দাস।

জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ধর্মগুরু এবং বিবাহ সম্পাদনকারী ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে তিনি উক্ত সমস্যাগুলি নিরসনে সরকারিভাবে যে অভিযান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। সভায় বিভিন্ন ধর্মগুরুগণ আলোচনা করেন এবং সহযোগিতা করবেন বলে জানান। প্রসঙ্গত বর্তমানে সিপাহীজলা জেলায় বাল্য বিবাহ রোধে এবং কিশোরী অবস্থায় গর্ভাবস্থা প্রতিরোধে মিশন মোডে অভিযান চলছে। পঞ্চায়েতভিত্তিক আলোচনা সভা, নাটকের মাধ্যমে মেগা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকের এই কর্মশালার মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিকভাবে এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্মার্ট মিটার বসানোর পর থেকে বিদ্যুতের সমস্যার অভিযোগ, বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ জানুয়ারি: বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল বিলোনিয়া মহকুমাধীন পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পরিবার। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফ্রিজ সহ বাড়ির বিভিন্ন বিদ্যুৎ এর লাইন। বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে নতুন স্মার্ট মিটার বসানোর পর থেকে বিপত্তি বাঁধে বলে অভিযোগ তুলে বাড়ি মালিক কৃষ্ণপদ দাসের ছেলে কান্তি দাস।অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে স্মার্ট মিটার বসানোর ফলে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে আজ পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইছড়া এলাকায়।

জানা যায়, বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে গত কিছুদিন পূর্বে কৃষ্ণপদ দাসের বাড়িতে স্মাট মিটার বসিয়ে যায়। এই মিটার বসানোর পর থেকে বাড়িতে বিদ্যুৎ এর সমস্যা সৃষ্টি হয়। ঠিক হয়ে যাবে এই ভেবে বাড়ির মালিক খবর দেয় নি বিদ্যুৎ দপ্তরকে। এরই মধ্যে আজ হঠাৎ ফ্রিজ থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে, টের পেয়ে বাড়ির মালিক কৃষ্ণপদ দাসের ছেলে তৎক্ষণাৎ এনসিপি সুইচ অফ করে দেয়। প্রধানের সাথে কথা বলার পর খবর দেয় বিদ্যুৎ দপ্তরকে। এরপর স্মার্ট মিটার খুলে সারাই করে দেয়। বিদ্যুৎ দপ্তরের স্মার্ট মিটার লাগানো বরাত প্রাপ্ত কোম্পানির দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে এই ঘটনা বলেও অভিযোগ উঠেছে।

নতুন বছর, নতুন গতি: মোদির ২০২৫ সালের সংস্কারগুলো ভারতের পরবর্তী অগ্রযাত্রাকে শক্তি

পীযূষ গোয়েল,
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী

নতুন বছর ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে নতুন করে আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ নিয়ে এসেছে। ২০২৫ সালে গৃহীত সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপগুলো বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করতে, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও স্টার্টআপগুলোর জন্য বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশাধিকার প্রসারিত করতে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।

মোদি সরকারের একটি প্রধান উদ্যোগ হলো স্টার্টআপগুলোকে উৎসাহিত করা। বর্তমানে ভারতে ২ লক্ষেরও বেশি সরকার-স্বীকৃত স্টার্টআপ রয়েছে। 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া'-র দশম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী যেমনটি বলেছেন, আমাদের স্টার্টআপগুলো বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিচ্ছে এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে স্থিতিস্থাপক ও আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করছে।

স্টার্টআপগুলোর প্রতি সমর্থন হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রতিটি নাগরিক, বিশেষ করে দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার মোদি সরকারের বৃহত্তর কৌশলের একটি অংশ। ২০২৫ সাল ছিল সেই রূপান্তরমূলক যাত্রার একটি মাইলফলক বছর, যা ভারত ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শুরু করেছে। সাহসী সিদ্ধান্ত এবং যুগান্তকারী সংস্কারের মাধ্যমে আমাদের সরকার ব্যবসায়িক পরিবেশকে নতুন রূপ দিয়েছে, একই সাথে এটিও নিশ্চিত করেছে যে প্রতিটি নীতি যেন নাগরিকদের, বিশেষ করে দরিদ্রতমদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখে।

ভারত এখন বিশ্বব্যাপী মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং একটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে স্বীকৃত। বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রেখে ২০২৪-২৫ সালে ভারতের মোট রপ্তানি ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে রেকর্ড ৮২৫.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। রপ্তানিকারকদের আরও সহায়তা করার জন্য সরকার ২৫,০৬০ কোটি টাকার একটি রপ্তানি প্রচার মিশন ঘোষণা করেছে।

জনবিশ্বাস এবং ব্যবসা করার সহজতা

২০২৫ সালের বাতিলকরণ ও সংশোধন আইনটি ৭১টি অপ্রচলিত আইন বাতিল করেছে, যার মধ্যে কিছু আইন ১৮৮৬ সালেরও ছিল। জন বিশ্বাস উদ্যোগের অধীনে মোদি সরকার অসংখ্য ছোটখাটো অপরাধের জন্য ফৌজদারি বিধানগুলো বাতিল করেছে। এই সংস্কারগুলো সুশাসন বৃদ্ধি করে, ব্যবসা করার সহজ পরিবেশ তৈরি করে এবং নিশ্চিত করে যে ভারতের আইনি কাঠামো একটি আধুনিক অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং এই বছর আরও সংস্কারের জন্য শত শত বিধান পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

গত বছর সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে নৌপরিবহন ও বন্দর সম্পর্কিত পাঁচটি যুগান্তকারী বিল পাস হয়েছিল। এই আইনগুলো নথিপত্র সহজ করে, বিরোধ নিষ্পত্তি সহজতর করে এবং লজিস্টিক খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে, বৈদেশিক বাণিজ্য মহাপরিচালকের দপ্তর স্বচ্ছ ও সহায়ক নীতির মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে, যা ব্যবসা করার সহজ পরিবেশকে উন্নত করে।

এই উদ্যোগগুলো আমাদের ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং স্টার্টআপদের উদ্যোক্তা মনোভাবকে শৃঙ্খলমুক্ত করছে, যারা এখন কিছু ছোটখাটো লঙ্ঘনের জন্য ক্লান্তিকর পরিপালনের প্রয়োজনীয়তা এবং কারাবাসের ভয় নিয়ে চিন্তা না করে তাদের কাজের উপর মনোযোগ দিতে পারে।

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং বৈশ্বিকের জন্য স্থানীয়'

ভারতের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কৌশলের একটি মূলনীতি হলো স্থানীয় উদ্যোক্তাদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্টার্ট-আপ, কৃষক এবং কারিগরদের পৃষ্ঠপোষকতা করা; এবং বিশ্বব্যাপী সফল হওয়ার জন্য তাদের ক্ষমতায়ন করা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য, ভারত গত বছর তিনটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পন্ন করেছে, যা ভারতীয় পণ্যকে যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড এবং ওমানের উন্নত বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো সংস্কার প্রক্রিয়ারও অংশ। এর আগে, ইউপিএ সরকার জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে এমন দেশগুলোর সাথে বেপরোয়াভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল যারা বিশ্বব্যাপী ভারতের সাথে প্রতিযোগিতা করে। মোদি সরকার সঠিকভাবে উন্নত দেশগুলোর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং পারস্পরিক লাভজনক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করবে, বিনিয়োগ বাড়াবে এবং ভারত জুড়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিক্ষার্থী, নারী, কৃষক এবং তরুণদের জন্য যুগান্তকারী সুযোগ উন্মোচন করবে। প্রতিটি চুক্তি ব্যাপক অংশীজনদের সাথে আলোচনার পর সম্পাদিত হয়েছে, যা উন্নত বিশ্বের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ ফলাফল এবং প্রকৃত পারস্পরিক লাভজনক সম্পর্ক নিশ্চিত করেছে।

ভারতের স্বার্থ রক্ষা

এই চুক্তিগুলো ছাড়াও, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড এবং লিচেনস্টাইনকে নিয়ে গঠিত ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থার (ইএফটিএ) সাথে ২০২৪ সালে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি কার্যকর করা হয়েছে। সমস্ত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির একটি সাধারণ বিষয় হলো ভারতের কৃষি ও দুগ্ধ খাতের সুরক্ষা, যার মধ্যে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো প্রধান বিশ্বব্যাপী দুগ্ধ রপ্তানিকারক দেশগুলোর সাথে চুক্তিও অন্তর্ভুক্ত।

এই বাণিজ্য চুক্তিগুলোর মাধ্যমে ভারতীয় রপ্তানি অবিলম্বে বা দ্রুত শুল্ক বিলোপের সুবিধা পায়, যখন ভারতের নিজস্ব বাজার উন্মুক্তকরণ সুপরিকল্পিত এবং ধীরগতিতে করা হয়। নিউজিল্যান্ড আগামী ১৫ বছরে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা ইএফটিএ দেশগুলোর সাথে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে প্রবর্তিত উদ্ভাবনী বিনিয়োগ-সংযুক্ত বিধানগুলোকে প্রতিফলিত করে। এই বিনিয়োগ কৃষি, দুগ্ধ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, শিক্ষা, খেলাধুলা এবং যুব উন্নয়নে সহায়তা করবে, যা ব্যাপক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

ভারতের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কৌশলের একটি মূলনীতি হলো স্থানীয় উদ্যোক্তাদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্টার্ট-আপ, কৃষক এবং কারিগরদের পৃষ্ঠপোষকতা করা; এবং বিশ্বব্যাপী সফল হওয়ার জন্য তাদের ক্ষমতায়ন করা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য, ভারত গত বছর তিনটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পন্ন করেছে, যা ভারতীয় পণ্যকে যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড এবং ওমানের উন্নত বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো সংস্কার প্রক্রিয়ারও অংশ। এর আগে, ইউপিএ সরকার জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে এমন দেশগুলোর সাথে বেপরোয়াভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল যারা বিশ্বব্যাপী ভারতের সাথে প্রতিযোগিতা করে। মোদি সরকার উন্নত দেশগুলোর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করবে, বিনিয়োগ বাড়াবে এবং ভারত জুড়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিক্ষার্থী, নারী, কৃষক ও যুবকদের জন্য যুগান্তকারী সুযোগ উন্মোচন করবে। প্রতিটি চুক্তি ব্যাপক অংশীজনদের সাথে আলোচনার পর সম্পাদিত হয়েছে, যা উন্নত বিশ্বের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ ফলাফল এবং প্রকৃতভাবে উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক সম্পর্ক নিশ্চিত করেছে।

ভারত: একটি বৈশ্বিক বিনিয়োগ গন্তব্য

২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিগত ১১ বছরে ভারত ৭৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছেযা পূর্ববর্তী ১১ বছরে প্রাপ্ত ৩০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রায় আড়াই গুণ।

এটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ মোদি সরকার একটি অব্যবস্থাপূর্ণ অর্থনীতি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, যা একসময় বিশ্বের 'দুর্বল পাঁচটি' দেশের মধ্যে একটি হিসেবে পরিচিত ছিল। ইউপিএ আমলে বারবার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে উন্নত দেশগুলো ভারতের সাথে বাণিজ্য আলোচনা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল। সুনির্দিষ্ট, দুর্নীতিমুক্ত শাসন, সাহসী সংস্কার এবং আর্থিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি আস্থা পুনরুদ্ধার করেছেন, এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য একটি পছন্দের গন্তব্য হিসেবে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য সংস্কার। ভারত ২০২৫ সালকে একটি উচ্চ পর্যায়ে শেষ করেছে, জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে এবং জার্মানিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, ইউপিএ আমলের মতো নয়, অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো দরিদ্রতম মানুষের কাছে পৌঁছেছে, বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতে।

শ্রমিকদের জন্য সুবিধা বাড়াতে, মোদি সরকার ঐতিহাসিক শ্রম সংস্কার হাতে নিয়েছে, ২৯টি খণ্ড খণ্ড আইনকে চারটি আধুনিক কোডে একীভূত করেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো ন্যায্য মজুরি, সময়মতো বেতন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা। এগুলো কর্মীবাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করবে।

জিএসটি সংস্কার থেকে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক উপকৃত হয়েছেন, যা একটি স্বচ্ছ দুই-স্তরীয় কাঠামো তৈরি করেছে। এটি পরিবার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষক এবং শ্রম-নিবিড় খাতগুলোর উপর চাপ কমাবে।

ভবিষ্যতের পথ

২০২৫ সাল ছিল একটি সেতুবন্ধনের বছর: দেশীয় উদ্যোগ এবং বৈশ্বিক চাহিদার মধ্যে; নীতি সংস্কার এবং ডিজিটাল ক্ষমতায়নের মধ্যে; এবং উদীয়মান ছোট ব্যবসা ও আন্তর্জাতিক বাজারের মধ্যে।

সামনে আরও অনেক উত্তেজনা অপেক্ষা করছে। নীতি আয়োগের সদস্য রাজীব গৌবার নেতৃত্বে একটি প্যানেল বিস্তৃত পরিসরের সংস্কার নিয়ে গবেষণা করছে। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির সংস্কারের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। ভারত যখন এগিয়ে চলেছে, তখন তার সামনে একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য রয়েছেপ্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য, উদ্ভাবনী শিল্প এবং একটি স্থিতিস্থাপক, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতির মাধ্যমে একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলা। ভারতের রপ্তানিকারক, প্রস্তুতকারক, কৃষক এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের সাফল্যই জাতির সাফল্য।

ভারত শুধু ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে না। এটি ভবিষ্যৎকে রূপ দিচ্ছে। দৃঢ় নেতৃত্ব, সাহসী সংস্কার এবং একটি সুস্পষ্ট বৈশ্বিক কৌশলের মাধ্যমে দেশটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভারত যখন বিশ্বের সাথে বাণিজ্য করে, নির্মাণকাজ করে, উদ্ভাবন করে এবং সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন তা একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল ও বিশ্বস্ত দেশ হিসেবে নিজের শর্তেই করে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে মজবুত করতে ৪৪ জন প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ জানুয়ারি: প্রাথমিক শিক্ষাকে মজবুত করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আজ নিপুন ত্রিপুরা মিশনের অধীন দক্ষিণ জেলা শিক্ষা আধিকারিক এর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে নিপুন ত্রিপুরা মিশনের উদ্যোগে আজ বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ার অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে বেস লাইন এসেসমেন্ট এর উপর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার আটটি ব্লক ও তিনটি এডিসি এর অন্তর্গত নির্বাচিত ৪৪ টি বাছাই করা বিদ্যালয় এর ৪৪ জন প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং জেলার বিআরপি সিআরপি বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিয়ে আজ একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার শিক্ষা আধিকারিক দিলীপ চন্দ্র দাস, রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর অফ এলেমেন্টারি এডুকেশন নিপুন ত্রিপুরা সেলের পৌলমী ভট্টাচার্য এবং মীনাক্ষী সাইকিয়া। মূলত দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা এবং ভাষা এই দুটি বিষয় নিয়ে বেশ লাইন অ্যাসেসমেন্ট করা হবে আগামী ২৮ শে জানুয়ারি থেকে ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী চলবে এই এসেসমেন্ট এর কাজ। মূলত বুনিয়াদি শিক্ষার গুণগতমানকে উন্নত করার লক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তরের এই ধরনের উদ্যোগ। এই বিষয়ে তুলে ধরেন দক্ষিণ জেলা শিক্ষা আধিকারিক দিলীপ চন্দ্র দাস।

বুধবার আগরতলায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পুর নিগমের উচ্ছেদ অভিযান চলে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

স্বপ্ন

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

দুচোখ ভরা স্বপ্ন বিরবাহার । তাকেও লেখাপড়া করতে হবে, দাদার মতো শহরে যেতে হবে । মা মা আমি দাদার মতো অনেক অনেক বড়ও হবো, শহরে গিয়ে পড়াশোনা করবো । চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াবো । আরে ওসব বিটি লোকের কাম নাই । বিটি লোকের কাজ শুধু ঘরের কাজ, রান্না করা আর বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করা । আর ছেলে-পুলে মানুষ করা । উত্তর, বিরবাহার মা হাসির । না মা আমি অনেক অনেক পড়াশোনা করতে চাই, বিরবাহা বললো প্রকাশ্যে । ওতো টাকা আমাদের নেই বাপু, আমরা গরিব মানুষ । দেখছিস না তোর বাপআর আমি সারাদিন মাঠে খাটি তবে দুটো খেতে পাই । তার মধ্যে আবার তোর দাদার পড়ানোর খরচ সেও তো কম নয়েক । তার মধ্যে তুই দিনের দিন ধারী হয়ে যাচ্ছিস তোর বিয়েতেও তো কারী কারী টাকা লাকবেক। মেয়েদের সেই পরের ঘরে গিয়েই হাতা খুন্তি ধরতে হয় বাপ, তাই আর ঐসব জেদ করিসনে মা । মেয়ে হয়ে জন্মেছিস বিয়ে করে ছেলে পুলে মানুষ করবার জন্যেই । ওই সব পড়াশোনার ভূত মাথা থেকে বাদ দে বাপ । যা অনেকক্ষন ধরে বাসনটা পরে আছে ওটা মেজে নে । মন মরা হয়ে বাসন মাজতে শুরু করে বিরবাহা । না দাদার মতো তাকে মানুষের মতো মানুষ হতেই হবে । তাকেও শহরে গিয়ে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে । কিন্তু এখানে থাকলে এসব হবে না, বাপটা কোনদিন একটা ছেলে ধরে নিয়ে এসে বিয়ে দিয়ে দিবে বটেক । ছোট থেকেই পড়াশোনার প্রতি ঝোঁক বিরবাহার । রেজাল্ট খুব ভালো না হলেও পড়াশোনায় যথেষ্ট মনোযোগী সে । ইচ্ছে নার্স হয়ে মানুষের সেবা করার । বিরবাহার বুদ্ধদেরও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর খুব শখ । কিন্তু মেয়ে হবার দরুন আর অভাবের তাড়নায় বিরবাহার লেখাপড়াতে বাড়ির সম্মতি নেই বললেই চলে । হাঁসদা, বিরবাহা, ইমন, সেবারা একদিন গ্রাম ছাড়িয়ে ট্রেনে চেপে পড়লো । না আজ তাদের পায়ে কোনও শিকল নেই আছে কেবলই মুক্তির স্বাদ। স্বপ্ন একটাই জীবনে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করা। যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজের চোখে চোখ রেখে দেখিয়ে দেওয়া মেয়েরাও চাইলে সবকিছু পারে, তা সে মাঝ আকাশে প্লেনের ককপিটে চেপে হোক কিম্বা ক্রিকেটের মাঠে ময়দানে। শুধু লক্ষ্য স্থির থাকলে ছেড়া কাঁথার লাখ টাকার স্বপ্নটাও বাস্তব হয় বৈকি। আর এভাবেই কেবলই ইচ্ছাশক্তির ওপর ভর করে নিয়ে ট্রেনের জানলার ধারে বসে দুচোখে রঙিন। স্বপ্ন বুনতে শুরু করে হাঁসদা, বিরবাহারা। ঝালমুড়ি, ঝালমুড়ি শব্দে ভাব কাটলো। জীবনযুদ্ধে এরা যদি পারে তো আমরা কেন পারবো না। পরেরদিন রানাঘাটে নেমে বাঁকুড়ার সারেঙ্গির বাড়ি থেকে আনা একরাশ স্বপ্ন পূরংনে একধাপ এগোয় তারা। জীবনে সবকিছুর ভাগ দেওয়া যায়, শিক্ষার যে কোনও ভাগ হয় না। না, নতুন জায়গায় এসে নব উদ্যেগে পড়াশোনা করতে শুরু করে দেয় বিরবাহা। এগিয়ে চলার নামই তো জীবন।

একটানা বসে কাজ, নীরবে নষ্ট হচ্ছে স্পাইন?

মেরুদণ্ডের দুটি কশেরুকার মাঝখানের নরম জেলির মতো ডিস্কটি তার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে পাশের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে, যার ফলে পিঠে বা ঘাড়ে ব্যথা, অসাড়তা দেখা দেয়।) হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে, পেশি ও লিগামেন্ট দুর্বল হয়ে যায়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা একটানা চেয়ারে বসে কাজ করতে হয় অনেককেই। বাইরে বেরিয়ে কাজের থেকে ডেস্ক জব অনেকের কাছে আরামদায়ক মনে হলেও গবেষণা বলছে দীর্ঘক্ষণ এক ভঙ্গিতে বসে থাকা স্পাইন বা মেরুদণ্ডের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। কমবেশি অনেকেই শিরদাঁড়া, কোমর, ঘাড়, পিঠ ব্যথার শিকার। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, দিনে ৬ ঘন্টার বেশি বসে থাকার সঙ্গে ঘাড় , শিরদাঁড়া ব্যথার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। দিনে চার ঘন্টা বসলে ঘাড় ব্যথা হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে এবং ছয় ঘন্টার বেশি বসালে ঝুঁকি প্রায় ৮৮ শতাংশ বেশি হয়ে যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে চাকরির সময়ে প্রায় সব সময় বসে থাকলে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোমর ও ঘাড়ের ব্যথা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যারা মাঝে মাঝে উঠে হাঁটেন বা উঠে দাঁড়ান তাদের মধ্যে তুলনামুলক ভাবে কম সমস্যা দেখা গেছে। চিকিৎসকরা বলছেন, চার ঘন্টার বেশি সময় একই ভাবে বসে থাকলে নীচের কোমরের পেশি শক্ত হয়ে যেতে থাকে। যার থেকে পড়ে যন্ত্রণা হয়। চিকিৎসকদের মতে, প্রতি ৩০—৪৫ মিনিট অন্তর কয়েক মিনিট হাঁটলে ,পিঠ ঘাড় সোজা রেখে বসলে। মাঝে মাঝে স্ট্রেচিং করলে ব্যথা হওয়া থেকে কিছুটা রক্ষা পেতে পারেন।

জানেন কতটা মারাত্মক হতে পারে এই সমস্যা?

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী একটানা বসার ফলে পেশি শক্ত হয়ে যায়, মেরুদণ্ডের উপর তীব্র চাপ বাড়ে, নড়াচড়া করতে বেশ অসুবিধা হয়। দীর্ঘক্ষণ ভুল ভঙ্গিতে বসে থাকলে স্পাইনের স্বাভাবিক বাঁক কমে যেতে পারে মেরুদণ্ডের দুটি কশেরুকার মাঝখানের নরম জেলির মতো ডিস্কটি তার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে পাশের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে, যার ফলে পিঠে বা ঘাড়ে ব্যথা, অসাড়তা দেখা দেয়।) হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে, পেশি ও লিগামেন্ট দুর্বল হয়ে যায়। এগুলো চিরস্থায়ী সমস্যা তৈরি করতে পারে, যেগুলোর চিকিৎসা করে সুস্থ হতে সময় লাগে। তাই অসুবিধা বোধ করলে শুরুতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ডাবের জলের এই ৬ উপকারিতা

ঋতু বদলের এই সময়টায় রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় মানব দেহে। তাই এই সময়ে শরীরের প্রতি বাড়তি নজর রাখা জরুরি। বাইরে বের হওয়ার আগে সাথে অবশ্যই জল রাখুন। সেই সাথে মাঝেমধ্যে ডাবের জল পান করুন। কারন এর রয়েছে অনেক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উপকারিতা। এটি অত্যন্ত উপকারী ও পার্শ প্রতিক্রিয়া বিহীন একটি প্রাকৃতিক পানীয়। চলুন জেনে নেই এর বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে। কিডনির সুরক্ষায়ডাবের জলের অসাধারণ স্বাস্থ্যোপকারিতাগুলোর একটা হলো কিডনিতে পাথর জমতে বাঁধা দেওয়া। স্ফটিকজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে ডাবের জল কিডনি থেকে এই স্ফটিকজাতীয় পদার্থ মূত্রত্যাগের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দিতে যথেষ্ট কার্যকর ভুমিকা রাখে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ডাবের জল। ফলে হৃদঝুঁ কি অনেকাংশে কমে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ডাবের জল শরীরের ভেতরে অতিরিক্ত সুগার লেভেলকেও নিয়ন্ত্রয়ে আনতে ভুমিকা রাখে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডাবের জলের মধ্যে কিছু এন্টি ব্যাকটেরিয়াল ও এন্টি ভাইরাল উপাদান থাকায় এই জল ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস মারতে অনেক কার্যকরী ভুমিকা রাখে। তাই প্রত্যেক দিন খাবারসহ অন্যান্য মাধ্যমে আমাদের শরীরে যেসব ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রবেশ করে সেগুলো মারার জন্য এক গ্লাস ডাবের জল খাওয়া যেতে পারে। হজম শক্তি বৃদ্ধি ও বদহজম দূর ডাবের জল কাজ করে হজম সমস্যা সমাধানে। হজম শক্তি বৃদ্ধিসহ বদহজম দূর হয় ডাবের জল। ডাবের জল গ্যাসট্রিক , আলসার , কোলাইটিস , ডিসেন্টি এবং পাইলসের সমস্যা দূরীকরণেও সাহায্য করে। ওজন কমাতে ডাবের জলের চমতকার ভুমিকা রয়েছে ওজন কমাতে। এতে কোনো চর্বি বা কোলেস্টেরল থাকে না ও এতে চিনির পরিমাণও অল্প থাকায় নিশ্চিন্তে পান করা যায় যতটুকু ইচ্ছা। এছাড়াও চর্বি ধ্বংস করতেও সাহায্য করে ডাবের জল। প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান থাকায় বাড়ন্ত শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই উপকারী এই ডাবের জল পান করতে পারেন। ডাবের জল যথেষ্ট ভুমিকা রাখে তারুণ্য ধরে রাখতে। ত্বক সুন্দর রাখতে ডাবের জল ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী। প্রায় ৯৪ শতাংশই জল থাকে একটি ডাবে। এই জল সাহায্য করে ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা সহ পুরো দেহের শিরা-উপশিরায় সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করতে। ডাবের জল বেশি পান করলে কিডনির কাজ করতে সুবিধা হয়, দেহে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহ বাড়ে। ফলে ত্বকসহ প্রতিটি অঙ্গে পৌঁছায় বিশুদ্ধ রক্ত এবং পুরো দেহ সতেজ ও শক্তিশালীহয়ে ওঠে। তবে যেকোনো খাবার নিয়মিত খাওয়ার আগে আপনাকে বুঝতে হবে শরীরের অবস্থা। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।

মাথা ব্যথা নাকি মাইগ্রেন! বুঝবেন কী করে?

সাধারণ মাথা ব্যথা কী?

চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে বলা Tension Type Headache। এই সাধারণ মাথাব্যথার লক্ষণ গুলো হল মাথার দু'পাশে চাপ বা ভারী ভাব, কপাল ও ঘাড়ে টান, মানসিক চাপ বা ঘুমের অভাবে বাড়ে, আলো বা শব্দে সাধারণত তীব্র অস্বস্তি হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্রাম, স্ট্রেস কমানো ও সাধারণ ওষুধেই কমে সাধারণ মাথাব্যথা।

প্রেমিক প্রেমিকার চিন্তায় হোক বা অফিসের চাপে, পরিবারের চিন্তায় হোক বা পড়াশোনার চাপে কম বেশি মাথাব্যথার শিকার অনেকেই। কারোর মাথা ব্যথা স্বাভাবিক কেউ ভুগছেন অন্য কোনো রোগে আবার অনেকেই মাইগ্রেনের শিকার। তবে মাথা ব্যথা নিয়ে মাথা ব্যথা করেন খুব কম জনই। কিভাবে তফাৎ করবেন মাইগ্রেন আর সাধারণ মাথা

ব্যথার? নিউরোলজিস্টরা বলছেন মাথাব্যথা সাধারণত চাপ বা স্ট্রেসজনিত কারণে হয়। কিন্তু মাইগ্রেন একটি নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। এতে মাথার এক পাশে তীব্র ধকধকে ব্যথা হয়, সঙ্গে বমি, আলো ও শব্দের কাছাকাছি এলেই অসহ্য অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। একে সাধারণ মাথাব্যথার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

সাধারণ মাথা ব্যথা কী?

চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে বলা হয় Tension Type Headache। এই সাধারণ মাথাব্যথার লক্ষণ গুলো হল মাথার দু'পাশে চাপ বা ভারী ভাব, কপাল ও ঘাড়ে টান, মানসিক চাপ বা ঘুমের অভাবে বাড়ে, আলো বা শব্দে সাধারণত তীব্র অস্বস্তি হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্রাম, স্ট্রেস কমানো ও সাধারণ ওষুধেই কমে সাধারণ মাথাব্যথা।

মাইগ্রেনের ব্যথা কী? কেন আলাদা মাইগ্রেন? কী বলছেন চিকিৎসকরা? মাইগ্রেনকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি নিউরোলজিক্যাল রোগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মাইগ্রেনের লক্ষণ মাথার এক পাশে তীব্র ধকধকে ব্যথা, আলো, শব্দ বা গন্ধে অসহ্য অনুভূতি, বমি বা বমি বমি ভাব যা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত ব্যথা স্থায়ী হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে সাধারণ ওষুধে এই মাথা ব্যথা কমে না। মেডিক্যাল জার্নাল JAMA Neurologyতে প্রকাশিত গবেষণার তথ্য অনুযায়ী মাইগ্রেন ও টেনশন-টাইপ হেডেক দুটি আলাদা মেডিক্যাল কন্ডিশন, দু'টির ব্যথার ধরন, আক্রমণের প্যাটার্ন একেবারেই আলাদা। কখন অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবেন? চিকিৎসকদের মতে, যদি মাসে বারবার মাথা ব্যথা হয়, ব্যথার সঙ্গে বমি বা চোখে ঝলকানি দেখা দেয়, আলো বা শব্দ সহ্য না হয়, সাধারণ ওষুধে কাজ না করে দেরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্রাম, স্ট্রেস কমানো ও সাধারণ ওষুধে আরাম মেলে। সাধারণ মাথা ব্যথা সাময়িক সমস্যা হলেও, মাইগ্রেন একটি দীর্ঘমেয়াদি নিউরোলজিক্যাল অসুখ। মাইগ্রেনের লক্ষণ বুঝলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যোগব্যায়ামে

বিশ্বজুড়ে নানামুখী গবেষণায় দেখা গেছে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে যোগব্যায়াম। দেহ ও মনের প্রশান্তির জন্য যোগব্যায়াম অতুলনীয় ভুমিকা রাখে। আজকে জানাবো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চারটি যোগব্যায়ামের কথা। সেতুবন্ধ আসন যোগব্যায়ামের এই আসনটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে। প্রথমে শুয়ে পড়ুন। এবার আস্তে আস্তে পা ভাঁজ করে নিন। খেয়াল রাখতে হবে আপনার হাঁটু এবং গোড়ালি যেন একই রেখা বরাবর থাকে। হাত দুটো দুপাশে নিচের দিকে মুখ করে রাখুন। এবারে আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে নিতে আপনার পিঠ উপরে তুলতে থাকুন। সেই সাথে হাত দুটি দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। এসময় আপনার পুরো শরীরের ওজন থাকবে আপনার কাঁধ, বাহু এবং পায়ের ওপর। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে পিঠ আস্তে আস্তে নামিয়ে আনুন। এভাবে ৩ থেকে ৪ বার করুন। ধনুরাসন প্রথমে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার হাত দুদিকে উপরমুখি করে শরীরের দুপাশে রাখুন। নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার হাঁটু বাঁকিয়ে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। হাত পেছনের দিকে নিয়ে এবার গোড়ালি শক্ত করে চেপে ধরুন। এসময় দুই হাঁটুর মাঝে অবশ্যই ফাঁক রাখবেন। এবার শ্বাস নিতে নিতে গোড়ালি দুটোকে নিতম্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিন এবং একই সাথে উরুও ফ্লোর থেকে উপরের দিকে উঠে যাবে। এসময় শোলডার ব্লেড পেছন দিকে চলে যাবে এবং বুক মাটি থেকে একটু উপরে উঠবে। এসময় শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেকেন্ড পরে আস্তে আস্তে আসন ছেড়ে দিন। এভাবে ৩ বার করুন। একবারে ছবির মতন হবে, আস্তে আস্তে আসনে আসার চেষ্টা করতে হবে। ভুজঙ্গাসন এ আসনটি শ্বেত রক্ত কণিকার নিঃসরণ বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এমনভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন যাতে আপনার কপাল মাটি ছুয়ে থাকে। হাত ভাঁজ করে কাঁধ বরাবর আনুন। হাতের তালু নিচের দিকে রেখে হাত দুটোকে কাধের নিচে রাখুন। এবার শ্বাস নিতে নিতে আপনার হাত সোজা অবস্থায় নিয়ে আসুন যাতে আপনার বুক উপরের দিকে উঠে যায়। এভাবে উপরের দিকে তুলতে থাকুন (নাভি পর্যন্ত) যতক্ষণ না আপনার শরীরের উপরের অংশে একটা কার্ভ তৈরি হচ্ছে। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপরে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। উস্ত্রাসন এই ব্যায়ামটি করার সময় নিচে নরম কাপড় দিয়ে নেবেন। প্রথমে হাঁটু ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর দাঁড়ান। শরীরের দুপাশে হাত রাখুন। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে প্রথমে এক হাত পরে দুই হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে বুক এবং পেট প্রসারিত করতে হবে। এসময় শরীরের ওজন হাত ও পায়ের ওপর থাকবে। এইভাবে ৩০ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারেন। তারপর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

গ্যাস, অম্বল না অ্যাংজাইটি? বুকের ব্যথার ফারাক বুঝবেন কিভাবে?

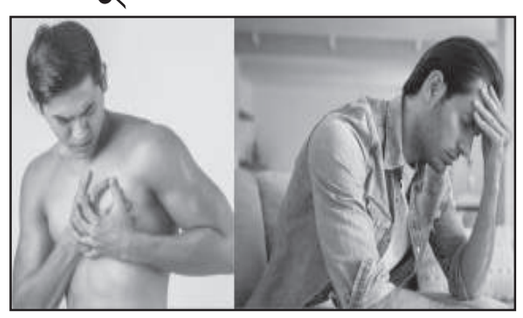

কারণ কিছু মিল রয়েছে লক্ষণের ক্ষেত্রে। বিশেষজ্ঞদের মতে গ্যাস জমলে বুকের মাঝখানে চাপ বা ভারী ভাব অনুভব হয়। একইভাবে অ্যানজাইটির সময়ও বুক চেপে ধরার মতো অনুভূতি হতে পারে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় গ্যাসের কারণে পেট ফুলে গেলে শ্বাস নিতে অস্বস্তি হতে পারে। আবার অ্যাংজাইটির সময় দ্রুত শ্বাস নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, যা একই রকম অনুভূতি তৈরি করে।

অনেকেই অনেক শারিরীক সমস্যাকেই স্বাভাবিক সমস্যা ভেবে অবহেলা করেন। কিছুক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ না নিলে হতে পারে বিপদ।হঠাৎ বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্টের মত উপসর্গ দেখলে অনেকেই ধরে নেন এটি গ্যাসজনিত সমস্যা। তবে চিকিৎসকের মতে, একই ধরনের লক্ষণ অ্যাংজাইটিরও হতে পারে। না বুঝে ভুল অসুধ খেলে পড়তে পারেন বিপদে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্যাস বা বদহজম হলে পেট ফোলা ও অস্বস্তি, ঢেকুর ওঠা , পেটে ক্র্যাম্পিং বা ব্যথা, খাওয়ার পর সমস্যা তৈরির মত লক্ষণ দেখা যায়। অ্যান্টাসিড খেলে বা সাধারণ ঘরোয়া টোটকাতেই মেলে সমাধান। অপরদিকে মানসিক চাপ বা হঠাৎ ভয়ের কারণে অ্যাংজাইটি দেখা দিতে পারে বুক ধড়ফড় বা চাপের অনুভূতি, শ্বাস নিতে কষ্ট, ঘাম, হাত-পা কাঁপা, মাথা হালকা লাগা, ঘোরাভাব খাওয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই গ্যাসের ওষুধে আরাম পাওয়া যায় না।

কেন অনেক সময়তেই গ্যাস আর অ্যাংজাইটির মধ্যে পার্থক্য করা যায়না জানেন?

কারণ কিছু মিল রয়েছে লক্ষণের ক্ষেত্রে। বিশেষজ্ঞদের মতে গ্যাস জমলে বুকের মাঝখানে চাপ বা ভারী ভাব অনুভব হয়। একইভাবে অ্যাংজাইটির সময়ও বুক চেপে ধরার মতো অনুভূতি হতে পারে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়

গ্যাসের কারণে পেট ফুলে গেলে শ্বাস নিতে অস্বস্তি হতে পারে। আবার অ্যাংজাইটির সময় দ্রুত শ্বাস নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, যা একই রকম অনুভূতি তৈরি করে।

গ্যাস জমলেও হঠাৎ অস্বস্তি শুরু হতে পারে, আবার অ্যাংজাইটির ক্ষেত্রেও আচমকা অস্বস্তি হয়। এই আকস্মিকতাই বিভ্রান্তির মূল কারণ।

দুটিরই কিছু লক্ষণ হার্টের সমস্যার মতো লাগতে পারে। তাই অনেক সময় বুঝতে বেশ অসুবিধা হয়।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে? বুকের ব্যথা ১৫—২০ মিনিটের বেশি স্থায়ী হলে, ব্যথা বাম হাতে বা চোয়ালে ছড়িয়ে গেলে, বমি, মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হয়ে গেলে। এমন উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই পরামর্শ নিন ডাক্তারের। খাওয়ার পর পেট ভারী বা অম্বল থাকলে সাধারণত সেটা গ্যাস, হঠাৎ ভয়, অস্থিরতা ও বুক ধড়ফড় হলে অ্যানজাইটি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সন্দেহ হলে ডাক্তার দেখানোই নিরাপদ।

ইন্টার্ভিউ দিতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ! কারণ এগুলো কি

আরও এক জরিপে দেখা গেছে, ৩০ শতাংশ নিয়োগকারী জানিয়েছেন যখন প্রার্থী কোম্পানি বা পজিশনের উপর আগে থেকে কোন রিসার্চ করেনা, তখন তাকে নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। এর মানে বোঝায় আপনি আগ্রহী নন। কমিউনিকেশনের মাত্র ৭ শতাংশ শব্দে, ৩৮ শতাংশ টোনে, ৫৫ শতাংশ শরিরীভাষা নির্ধারিত হয়। প্রায় ৬৫ শতাংশ নিয়োগকারী মনে করেন চোখের দিকে তাকিয়ে কথা না বলা বা ভুল দৈহিক বাচনভঙ্গী ইন্টারভিউতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

স্বপ্নের কোম্পানি গুলোতে বারবার যাচ্ছেন ইন্টারভিউ দিতে? ভালভাবে পড়াশোনা করা যাচ্ছেন, জ্ঞান ও রয়েছে ভাল, অথচ পাচ্ছেন না চাকরি? দীর্ঘদিন ব্যর্থ হতে হতে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ছেন? অনেকেই এই সমস্যার শিকার। তবে এটা আপনার জ্ঞানের অভাব নয়, ইন্টারভিউতে করা ছোট ছোট ভুলগুলোই হয়তো নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কেন মিলছে না চাকরি? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

একটি জনপ্রিয় চাকরি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে ১,০০০ নিয়োগকারী জানিয়েছে, ইন্টারভিউতে টাইমে না পৌঁছানো নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বড় নেতিবাচক কারণ। দেড়-দুই মিনিটের দেরিও আপনার পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। আরও এক জরিপে দেখা গেছে, ৩০ শতাংশ নিয়োগকারী জানিয়েছেন যখন প্রার্থী কোম্পানি বা পজিশনের উপর আগে থেকে কোন রিসার্চ করেনা, তখন তাকে নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। এর মানে বোঝায় আপনি আগ্রহী নন। কমিউনিকেশনের মাত্র ৭ শতাংশ শব্দে, ৩৮ শতাংশ টোনে, ৫৫ শতাংশ শরীরি ভাষা নির্ধারিত হয়। প্রায় ৬৫ শতাংশ নিয়োগকারী মনে করেন চোখের দিকে তাকিয়ে কথা না বলা বা ভুল দৈহিক বাচনভঙ্গী ইন্টারভিউতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সাম্প্রতিক গবেষণা এবং ক্যারিয়ার পোর্টালগুলো বারবার জানিয়েছে যে, দীর্ঘ, গোলমাল উত্তর বা প্রশ্ন বুঝে না উত্তর দেওয়া ইন্টারভিউতে সফল হওয়ার সম্ভবনা কমায়।

এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে নিয়োগকারীদের ৫২ শতাংশ সিদ্ধান্ত প্রথম ৫-১৫ মিনিটের মধ্যে নিয়েই ফেলেন, তাই শুরুটা ভালো না হলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে অনেক সময় সাজ, ড্রেস কোডও ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে ভাল করে জেনে, বুঝে প্রফেশানাল ভাবে তৈরী হয়ে যাওয়া উচিৎ বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্টারভিউয়ের সময় শুধু সঠিক উত্তর দেওয়াই যথেষ্ট নয় প্রস্তুতি, আত্মবিশ্বাস,সময় ও পেশাদার আচরণ সবই নির্ভর করে আপনি চাকরি পাবেন কিনা।

স্বপ্নের কোম্পানি গুলোতে বারবার যাচ্ছেন ইন্টারভিউ দিতে? ভালভাবে পড়াশোনা করা যাচ্ছেন, জ্ঞান ও রয়েছে ভাল, অথচ পাচ্ছেন না চাকরি? দীর্ঘদিন ব্যর্থ হতে হতে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ছেন? অনেকেই এই সমস্যার শিকার। তবে এটা আপনার জ্ঞানের অভাব নয়, ইন্টারভিউতে করা ছোট ছোট ভুলগুলোই হয়তো নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেন মিলছে না চাকরি? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? একটি জনপ্রিয় চাকরি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে ১,০০০ নিয়োগকারী জানিয়েছে, ইন্টারভিউতে টাইমে না পৌঁছানো নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বড় নেতিবাচক কারণ। দেড়-দুই মিনিটের দেরিও আপনার পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। আরও এক জরিপে দেখা গেছে, ৩০ শতাংশ নিয়োগকারী জানিয়েছেন যখন প্রার্থী কোম্পানি বা পজিশনের উপর আগে থেকে কোন রিসার্চ করেনা, তখন তাকে নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। এর মানে বোঝায় আপনি আগ্রহী নন। কমিউনিকেশনের মাত্র ৭ শতাংশ শব্দে, ৩৮ শতাংশ টোনে, ৫৫ শতাংশ শরীরিভাষা নির্ধারিত হয়। প্রায় ৬৫ শতাংশ নিয়োগকারী মনে করেন চোখের দিকে তাকিয়ে কথা না বলা বা ভুল দৈহিক বাচনভঙ্গী ইন্টারভিউতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সাম্প্রতিক গবেষণা এবং ক্যারিয়ার পোর্টালগুলো বারবার জানিয়েছে যে, দীর্ঘ, গোলমাল উত্তর বা প্রশ্ন বুঝে না উত্তর দেওয়া ইন্টারভিউতে সফল হওয়ার সম্ভবনা কমায়। এক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়োগকারীদের ৫২ শতাংশ সিদ্ধান্ত প্রথম ৫-১৫ মিনিটের মধ্যে নিয়েই ফেলেন, তাই শুরুটা ভালো না হলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে অনেক সময় সাজ, ড্রেস কোডও ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে ভাল করে জেনে, বুঝে প্রফেশানাল ভাবে তৈরী হয়ে যাওয়া উচিৎ বলে মত বিশেষজ্ঞদের। ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্টারভিউয়ের সময় শুধু সঠিক উত্তর দেওয়াই যথেষ্ট নয় প্রস্তুতি, আত্মবিশ্বাস,সময় ও পেশাদার আচরণ সবই নির্ভর করে আপনি চাকরি পাবেন কিনা।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট সফল করা নিয়ে সিপিআইএমের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উধয়নিধি স্ট্যালিনের সনাতন ধর্ম মন্তব্য ঘৃণ্য বক্তব্য: মাদ্রাজ হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারী : মাদ্রাজ হাইকোর্ট গত বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, ২০২৩ সালে উধয়নিধি স্ট্যালিনের সনাতন ধর্ম নিয়ে করা মন্তব্যগুলি ঘৃণ্য বক্তব্য হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং এটি একটি স্পষ্ট আক্রমণ বলে চিহ্নিত করেছে হিন্দু ধর্মের প্রতি।

হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ বলেছে, ডিএমকে (দ্রাবিড়া মুননেত্রা কজাগম) গত এক শতাব্দী ধরে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে আসছে, এবং উধয়নিধি স্ট্যালিন ওই একই আদর্শগত লাইনেজের সদস্য।

আদালত আরও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, যাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য বক্তব্য প্রবর্তন করার অভিযোগ রয়েছে, তারা অনেক সময় আইনের আওতায় আসছে না।

"এটা স্পষ্ট যে, ডিএমকে এবং তার পূর্বসূরী সংগঠন দ্রাবিড় কঝাগম গত ১০০ বছর ধরে হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমণ চালিয়ে আসছে, এবং মন্ত্রী সেই আদর্শগত স্রোতেরই একজন সদস্য," আদালত মন্তব্য করেছে।

আদালত আরও উল্লেখ করেছে, "এটি দুঃখের বিষয় যে, যারা ঘৃণ্য বক্তব্য শুরু করে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, অথচ যারা ওই ঘৃণ্য বক্তব্য-এ প্রতিক্রিয়া জানায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়।"

আদালত আরও জানান, যদিও অন্য রাজ্যগুলোতে উধয়নিধির বিরুদ্ধে কিছু মামলা হয়েছে, তবুও তামিলনাড়ুতে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা হয়নি।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, উধয়নিধি স্ট্যালিন সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। একটি জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'কিছু বিষয় বিরোধিতা করা যায় না, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করতে হবে। আমরা ডেঙ্গু, মশা, ম্যালেরিয়া বা করোনার বিরোধিতা করতে পারি না; এগুলোকে নির্মূল করতে হবে। ঠিক একইভাবে, সনাতন ধর্মকে বিরোধিতা না করে, এটি বিলুপ্ত করতে হবে।' এরপর তিনি সনাতন ধর্মকে সামাজিক ন্যায় এবং সমতার বিরোধী বলে মন্তব্য করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে এটি জাতি এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরি করে।

এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়, অনেকেই একে সনাতন ধর্মের অনুসারীদের 'গণহত্যা' করার আহ্বান হিসেবে চিহ্নিত করেন, যদিও মন্ত্রী পরে এটি অস্বীকার করেন।

মানুষের সার্বিক

● প্রথম পাতার পর

অধ্যক্ষ প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনকে (মরণোত্তর) এবং বিশিষ্ট চিত্রনাট্য লেখক বিপ্লব গোস্বামীকে, শচীন দেববর্মণ স্মৃতি রাজ্য সম্মান বিশিষ্ট লোকশিল্পী সূর্য কুমার দেববর্মাকে (সদাগর), মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি রাজ্য সম্মান কামালঘাটের চম্পা দাসকে এবং বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলির জন্য রাজ্য পুরস্কার বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং এইচ.ও.ডি. ড. অরিজিৎ দাসকে প্রদান করা হয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে স্টেটহুড ডে অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে গুড সিটিজেন অ্যাওয়ার্ড পূর্ব প্রতাপগড়ের গৌতম দাসকে, শ্রেষ্ঠ স্টার্টআপ এন্ট্রাপ্রেনার হিসেবে নাগিছড়ার আটকালাপা বায়োটেকনোলজি এল.এল.পি.-কে, কৃষি উদ্যান ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ এন্ট্রাপ্রেনার হিসেবে সালেমার সিম্বুকচাক ভিলেজের ধনবাবু হালামকে, মৎস্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ এন্ট্রাপ্রেনার হিসেবে সিপাহীজলার মোহনভোগের কৃষ্ণ দেববর্মাকে, অ্যানিমেল হাসবেন্ডরি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ এন্ট্রাপ্রেনার হিসেবে বিশ্রামগঞ্জের রতন দেবনাথকে, হস্ততাঁত ও হস্তকারু মৌমাছি পালন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ এন্ট্রাপ্রেনার হিসেবে তেলিয়ামুড়ার উত্তম কুমার দাসকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ এন্ট্রাপ্রেনার হিসেবে ফটিকরায়ের কাঞ্চনবাড়ির দীপক দত্তকে, শ্রেষ্ঠ মোবাইল অ্যাপের জন্য পূর্ব যোগেন্দ্রনগরের সত্যব্রত বিশ্বাসকে, শ্রেষ্ঠ কো-অপারেটিভসোসাইটি হিসেবে গোমতী জেলার তুলামুড়া প্যাকস লিমিটেডকে, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ হিসেবে বিলোনীয়ার লক্ষ্মণ মালাকারকে, শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হিসেবে নতুননগরের শ্রীপর্ণা দেবনাথকে স্টেটহুড ডে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রেরিত শুভেচ্ছাবার্তাটি পড়ে শোনান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। রাজ্য সরকারও সেই দিশাতে কাজ করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের প্রয়াণের পর রাজ্য পরিচালনার জন্য মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে কাউন্সিল অব রিজেন্সি গঠিত হয়। ১৩ আগস্ট মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ত্রিপুরা ভারত ইউনিয়নের যোগদানের সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ভারত সরকারের পরামর্শক্রমে ১৯৪৮ সালের ১২ জানুয়ারি কাউন্সিল অব রিজেন্সি ভেঙ্গে দিয়ে এককভাবে মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে রিজেন্সি নিযুক্ত করা হয়। এরপর ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী একক রাজ প্রতিনিধি হিসেবে ত্রিপুরার শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৪৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী রিজেন্ট হিসেবে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি সম্পর্কিত দলিলে স্বাক্ষর করেন। অবশেষে ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী পূর্ণরাজ্য দিবস পালনের তাৎপর্য বিষয়ে বলেন, ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি ও নাগরিক অসামান্য অবদান রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন।

২০১৮ সালে ত্রিপুরায় নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর রাজ্যে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, জনজীবনে নিরাপত্তা প্রদান ও স্বনির্ভরতা অর্জন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ত্রিপুরা আজ দেশের মধ্যে অন্যতম রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। জি.এস.ডি.পি.-র ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আজ ত্রিপুরা দেশের মধ্যে একমাত্র ডিজিটাল রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উন্নয়নমূলক কাজগুলির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য বিভিন্ন স্তরে ৩৪৭টি পুরস্কার লাভকরেছে। ডিরেগুলেশনে রাজ্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। গত ২০ বছরের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা বর্তমানে অনেকটাই ভালো অবস্থানে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে আরও বলেন, রাজ্যের মহিলাদের আত্মনির্ভরতার পথে চালিত করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার অনেকটাই সফল হয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলির মাধ্যমে মহিলাদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে যে পদক্ষেপ সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে তার ফলেই বর্তমানে রাজ্যে ১ লক্ষ ৮ হাজার লাখপতি দিদি রয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে ৫৪ হাজার ৩২৩টি মহিলা স্বনির্ভর দল সাফল্যের সাথে কাজ করছে। রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নেও রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রেখে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভালো কাজ করতে গেলে ত্রুটি কিছু ঘটবেই, তা সত্বেও বর্তমান সরকার দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে রাজ্যের মানুষের জন্য সার্বিক উন্নয়নকে বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে একটি ফোল্ডারের আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, পি.এম. জনমনে ভালো কাজের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসন যৌথভাবেই রাজ্যের উন্নয়নের পথকে এক অন্য মাত্রা প্রদান করতে পারে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন, পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি.কে. চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

PNIET No:-26/EE/DWS-I/2025-26 dated 17-01-2026

Single bid percentage rate e-tender is invited for 1(one) no. works viz. 1. Urban Water Supply Scheme during the year 2025-2026 / Providing and fitting fixing of different capacity of Vertical Turbine Pump Motor Set for 4.80 MLD GWTP Dinadayal, 6.4 MLD GWTP Matripally and replacement of old unserviceable submersible pump motor set of different DTW Scheme under DWS Sub Division No.-II, Milansangha, Agartala during the year 2025-26.Job No.12/CE/FJB/2025-2026
D'NIET No.: 28/CE/TJB/2025-26
Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs. 27-01-2026
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please
visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartalal@gmail.com.
(For and on behalf of Governor of Tripura)
ICA/C-3944/26

Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I Agartala, Tripura (W).

জিরানীয়া ফেন্সিকান্ডে মূল

● প্রথম পাতার পর

জিরানিয়া ফেন্সিডিল কাণ্ডে রেলের ওয়াগন থেকে বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়েছিল, যা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তদন্তে উঠে আসে, এই আন্তর্জাতিক নেশা কারবার চক্রের মূল কারিগর ছিলেন দীপ প্রকাশ গুপ্তা। পুলিশের ধারণা, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই নেশা পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে। ঘটনার তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে।

অর্থের অভাবে হর্ণবিল উৎসব

● প্রথম পাতার পর

সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বন দপ্তরের একাধিক আধিকারিকের উপস্থিতিও নজর এড়ায়নি।সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ, একটি সরকারি ইকো পার্ক কার্যত ব্যক্তিগত আনন্দোৎসবের মঞ্চে পরিণত হয়েছিল।

যেখানে সাধারণ মানুষের জন্য সংরক্ষিত প্রকৃতি-ভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র, সেখানে ব্যক্তিগত জন্মদিন পালনের ঘটনা প্রশাসনিক শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই বন দপ্তরই আবার বারবার জানিয়েছে, জনপ্রিয় হর্ন বিল উৎসব আয়োজন করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ তাদের কাছে নেই। অথচ এই উৎসব একসময় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের উদ্যোগে রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক ও পর্যটন উৎসবে পরিণত হয়েছিল।

সেইসময় হর্ন বিল উৎসবকে ঘিরে স্থানীয় শিল্পী, হস্তশিল্পী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হোটেল-পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু পরিবার বছরের পর বছর রুজির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।কিন্তু গত দু'বছর ধরে 'সরকারি তহবিলে অর্থ নেই'এই অজুহাত তুলে সেই উৎসব বাতিল করে দিয়েছে। ফলে কাজ হারিয়েছেন স্থানীয় শিল্পীরা, ক্ষতির মুখে পড়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও পর্যটননির্ভর বহু মানুষ। অথচ সেই একই দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রীর জন্মদিনে অর্থের অভাব কোথাও চোখে পড়েনি।স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছেহর্নবিল উৎসবের জন্য অর্থ নেই, কিন্তু মন্ত্রীর জন্মদিন পালনের জন্য সরকারি অর্থ এল কোথা থেকে? সরকারি তহবিল কি তবে জনস্বার্থের জন্য নয়, বরং মন্ত্রীর ব্যক্তিগত আনন্দ-উৎসবের জন্য সংরক্ষিত? নাকি এখন উৎসবের সংজ্ঞাই বদলে গেছেজনতার উৎসব নয়, ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত উদ্‌যাপনই অগ্রাধিকার?স্থানীয় বাসিন্দাদের কটাক্ষে স্পষ্ট ক্ষোভ। "জনগণের জন্য উৎসব করলে কোষাগার ফাঁকা হয়ে যায়, আর মন্ত্রীর জন্মদিন এলেই সরকারি ভাণ্ডার খুলে যায়।"এই ঘটনায় বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। সরকারি অর্থের অপচয়, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অগ্রাধিকারের এমন নগ্ন প্রদর্শন রাজ্যের প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিকতার উপর গভীর প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। প্রশাসনের ভাবমূর্তিতে যে এই ঘটনা বড়সড় কালিমা লেপেছে, তা অস্বীকার করার কোনও অবকাশ নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের অধিকার রয়েছে কেন্দ্রীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত চালানোর। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, 'কোনো সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য যথাযথ সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন থাকলেও, এটি এই নির্দেশ দেয় না যে তদন্ত নির্দিষ্ট কোনও সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। রাজ্য সরকারের দুর্নীতি দমন শাখার রয়েছে এই তদন্তের পূর্ণ ক্ষমতা।' আদালত আরও বলেন, কোনও কেন্দ্রীয় কর্মচারীই দুর্নীতির তদন্ত এড়াতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে এবং প্রশাসনিক ফাঁকফোকর দিয়ে দুর্নীতি যাতে না ছড়িয়ে পড়ে, তা নিশ্চিত করবে। বিরোধী দলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে সিবিআই ও ইডি'র ক্ষমতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় তা নিরসন করবে বলে আশা করছেন বিশ্লেষকরা।

NOTICE INVITING e-TENDER

File No.:3.(5-3740)/FWPM/SHFWS/SARC/2021-22/VOL:-I-Part(2)
Dated: 16/01/2026
An e-Tender is hereby invited on behalf of the State Health and Family Welfare Society, Tripura from resourceful and experienced Service Providing Agency for RFP for Selection of Service Provider for Design, Development, Implementation, Operation, and Maintenance of ASHA Mobile Application and Incentive Management System for National Health Mission, Tripura.
The details of tender are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is up to_27_/01/2026 at 16:00 Hrs. All future modification/corrigendum shall be made available in the eProcurement portal, so all prospective bidders are requested to get themselves updated regularly from the eProcurement web portal only.
ICA/C/3952/26

Mission Director, NHM
Govt. of Tripura

সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও

● প্রথম পাতার পর

সেপ্টেম্বর মাসে নবরাত্রির শুরুতে। সে সময় মাতৃ ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে প্রার্থনা করা হয় এবং মন্দির চত্বরে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ, ত্রিপুরাসহ, নিজেদের জাতীয় মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করতেন। এই বাস্তবতা বদলানোর সুযোগ পাওয়া সরকারের জন্য গর্বের বিষয়। দূরত্ব কমানো, আবেগী সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপনই ছিল এই প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। 'পূর্বোদয়' ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, পূর্ব ভারতের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার এই দৃষ্টিভঙ্গি উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও পরিবর্তন আনছে। অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা তুলে ধরা, স্টার্টআপ ও বিনিয়োগ সম্মেলন আয়োজন, এবং রাজ্যগুলোর স্বতন্ত্র পণ্যের জন্য জিআই ট্যাগ প্রদানসবই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের একই দর্শনের অংশ। তাঁর কথায়, গত আট বছরে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ও রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকার মিলিতভাবে ত্রিপুরার রূপান্তরের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে। ২০১৮ ও ২০২৩ সালে জনগণের দেওয়া ঐতিহাসিক ম্যান্ডেটের চেতনাকে সম্মান জানিয়েই এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরার মানুষের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। ভৌত ও সামাজিক পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্প সরাসরি সুফল দিয়েছে। সম্প্রতি বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজের আওতায় নতুন উপাদান অনুমোদন করা হয়েছে, যা বিশেষ করে রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।।২০২২ সালে আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও পর্যটনকে আরও গতি দিয়েছে।

বার্তায় আরও বলা হয়, এক সময় ত্রিপুরার কিছু অঞ্চল বিদ্রোহ ও অশান্তিতে জর্জরিত ছিল। আজ সেই পরিস্থিতি বদলেছে। শান্তি ও উন্নয়নের পথ বেছে নিয়ে রাজ্যের মানুষ সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। ২০২৪ সালে এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর সঙ্গে শান্তি চুক্তি রাজ্যে নতুন আশার সূচনা করেছে। ত্রিপুরার মানুষ পশ্চাদমুখী মতাদর্শ প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়নমুখী শাসনের ওপর আস্থা রেখেছেন। মাতৃ ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদে ত্রিপুরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে আরও উচ্চতায় পৌঁছাবে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীর শুভ কামনা করেছেন। এদিকে, স্বাস্থ্য মন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা এক টুইট বার্তায় বলেন, পূর্ণরাজ্য দিবসে ত্রিপুরার ভাই ও বোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরিশ্রমী মানুষের শক্তিতে ভর করে ত্রিপুরা উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে। তিনি প্রার্থনা করেন মা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদে ত্রিপুরার প্রতিটি পরিবারে সমৃদ্ধি, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য বিরাজ করুক।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতীন নবীন আজ এক টুইট বার্তায় বলেন, রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে ত্রিপুরায় আমার ভাই ও বোনদের অভিনন্দন। সমস্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, এখানকার মানুষের জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব এবং দেশের অগ্রগতির প্রতি উৎসর্গের অনুভূতি অনুকরণযোগ্য। পাশাপাশি, পূর্ণ রাজ্য দিবস উপলক্ষে মণিপুর ও মেঘালয়ের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন ভারতের সামগ্রিক অগ্রগতি ও উন্নয়নে মণিপুর ও মেঘালয়ের জনগণের অবদান অত্যন্ত গর্বের বিষয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ দেশের উন্নয়ন যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এদিকে, ত্রিপুরার রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

বিয়ের দেড় মাসের মধ্যে বধূর মৃত্যু, রহস্য!

● প্রথম পাতার পর

হয়ে পড়েন ঝুমা। তড়িঘড়ি তাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু মৃত্যুর পর থেকেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে গোটা ঘটনা। মৃতার বাপের বাড়ির অভিযোগ, ঝুমার শারীরিক অবস্থার অবনতি ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তাদের আগে জানানো হয়নি। এমনকি মৃত্যুর খবরও তাদের কাছ থেকে গোপন রাখার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। তাদের দাবি, বিয়ের পর থেকেই ঝুমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছিল, যার জেরেই এই মৃত্যু।

বাপের বাড়ির লোকজন স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন, এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়ঝুমাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, ঝুমার দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে পণ ও পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে নির্যাতন চলছিল।ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। পাশাপাশি শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে তদন্ত।এক তরুণ গৃহবধূর আকস্মিক মৃত্যু না কি পারিবারিক নির্যাতনের পরিণতিএই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে তেলিয়ামুড়া জুড়ে। পুলিশের তদন্ত ও ময়নাতদন্ত রিপোর্টই শেষ পর্যন্ত এই মৃত্যুর অন্ধকার রহস্যের পর্দা তুলবে।

৩ দিনের রাজ্য সফরে কেন্দ্রীয়

● প্রথম পাতার পর

সচিবালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহার পৌরহিত্যে আয়োজিত এই বৈঠকে সফর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী টিংকু রায়, মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা এবং সফরকে সফল করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সমন্বয়ের উপর জোর দেওয়া হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, এই সফরের মাধ্যমে ত্রিপুরায় ডোনার মন্ত্রকের সহযোগিতায় আরও একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ গতি পাবে, যা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

তিপ্রাসাদের ছোট ভাই

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, ভোটের রাজনীতি করে বিজেপি। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছে তারা। কিন্তু জনজাতিদের উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। দিল্লি থেকে উন্নয়নের টাকা আসলে সেগুলি আগরতলায় খরচ হয়। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে উন্নয়নের ছোঁয়া নেই। এডিসি দখল করার জন্য লড়াই করছে শাসকদল। কিন্তু এডিসের উন্নয়নে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই।

তিনি আরও বলেন, গরিব তিপ্রাসাদের টাকা দিয়ে কিনে নেয় শাসক দল বিজেপি। তাই তাদের থেকে সতর্ক থেকে জনজাতিদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিজেদের জমির লড়াইয়ে টিকে থাকতে আহবান করলেন তিনি। তাঁর কথায়, এটি ক্ষমতার লড়াই নয় এটি জনজাতিদের উন্নয়নের লড়াই। তিনি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্যেই এই লড়াইয়ে নেমেছেন বলে দাবি তার। এদিন ফের একবার দলীয় সভায় তিপ্রা মথা কর্মীদের অক্সিজেন যোগানোর চেষ্টা করলেন প্রদ্যোৎ।

আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে এদিনের এই যোগদান সভায় মনু ছৈলেংটায় ৫৫৬ পরিবারের ১৩২৬ ভোটার বিভিন্ন দল ত্যাগ করে তিপরা মথা দলে যোগদান করেন বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে। দলীয় পতাকা দিয়ে তাদের বরণ করেন তিপরা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সহ অন্যান্যরা।

সরস্বতী পুজোকে ঘিরে জমে

● প্রথম পাতার পর

যাচ্ছে। তবে ব্যবসায়ীদের মতে, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, কারণ একই দিনে ২৩ জানুয়ারি পাশাপাশি একাধিক উৎসব পড়ায় চাহিদা বেড়েছে।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, চলতি বছরে জিনিসপত্রের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে মূর্তির দামেও। মূর্তি বিক্রেতা থেকে শুরু করে ফলের দোকানদাররা জানিয়েছেন, কাঁচামাল ও পরিবহণ খরচ বৃদ্ধির কারণেই দাম কিছুটা বেশি রাখা হয়েছে।

তবে দাম বাড়লেও ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহের ঘাটতি নেই। বিদ্যার দেবীর আরাধনায় অংশ নিতে বাজারমুখী হচ্ছেন সবাই। সরস্বতী পুজোকে ঘিরে তাই শহর থেকে গ্রামসব জায়গাতেই উৎসবের আমেজ স্পষ্ট।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির

● প্রথম পাতার পর

নিপীড়ন বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধি করা।

সভায় তিনি অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থে কাজ করছে। স্বাধীনতার পর বিজেপির শাসনামলে দেশে সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে জনবিরোধী নীতি কার্যকর করা হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্যীর বক্তব্য অনুযায়ী, যখন বামপন্থি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করছে, তখনই সেই আন্দোলন দুর্বল করতে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি রুজি-রুটি ও কর্মসংস্থানের দাবি থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং দেশজুড়ে লুটের রাজত্ব কায়েম করা হচ্ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত করেছে এবং বেকারত্ব ক্রমেই বাড়ছে। সভা থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

বুধবার আগরতলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

জাতীয় স্কুল গেমসে জিমনাস্টিকসে শ্রেয়াংশী রায়ের দুর্দান্ত সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসের জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতায় বালিকাদের অনূর্ধ-১৭ বিভাগে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে শ্রেয়াংশী রায়। একের পর এক পদক জিতে সে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছে।

প্রতিযোগিতায় শ্রেয়াংশী ভল্টিং টেবিল ও ফ্লোর এক্স বিভাগে দুটি স্বর্ণপদক অর্জন করে নজিরবিহীন সাফল্য দেখায়। পাশাপাশি ব্যালেন্সিং বিম ইভেন্টে একটি রৌপ্য পদক এবং আনইভেন বার বিভাগে একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দেয়।

শ্রেয়াংশীর এই সাফল্যে ক্রীড়ামহলে খুশির হাওয়া বইছে। তার এই কৃতিত্ব রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ ও প্রশিক্ষকদের গর্বিত করেছে। আগামী দিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবেএমনটাই আশা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

নাগাল্যান্ডের কোহিমা থেকে নিখোঁজ শ্রীনগরের যুবক প্রণব দাস, ১৭ দিনেও মেলেনি কোনও সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মলয়নগর এলাকার বাসিন্দা প্রণব দাস গত ১৭ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, যা নিয়ে চরম উদ্বেগে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, নাগাল্যান্ডের কোহিমা জেলার জোকুবিলি এলাকা থেকে নিখোঁজ হন প্রণব দাস। পরবর্তীতে কোহিমার একটি হোটেল থেকে তাঁর বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া ব্যাগটি উদ্ধার করা হয়। তবে প্রণব দাসের অবস্থান সম্পর্কে এখনও কোনও নিশ্চিত তথ্য মেলেনি।

এই ঘটনায় পরিবার ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেছে। পাশাপাশি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এবং এলাকার বিধায়কের কাছে প্রণব দাসকে দ্রুত উদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়েছেন তাঁর বাবা নিরঞ্জন দাস। সংবাদমাধ্যমের সামনে হাতজোড় করে তিনি প্রশাসনের কাছে তাঁর ছেলেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার আকুতি জানান।

১৭ দিন ধরে কোনও খোঁজ না মেলায় পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে। এখন সকলের একটাই দাবিপ্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে প্রণব দাসকে খুঁজে বার করুক।

উদয়পুরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ২৮তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত, গঠিত হল নতুন রাজ্য কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ জানুয়ারি: উদয়পুরে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) ২৮তম রাজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলনের মাধ্যমে সংগঠনের নতুন রাজ্য সম্পাদকসহ পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলন শেষে আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রধান কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে আগামী এক বছরের জন্য নবগঠিত রাজ্য কমিটির কর্মপরিকল্পনা ও সাংগঠনিক লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত রাজ্য সম্পাদক রবি হালদার, রাজ্য সহ-সম্পাদক অর্জুন ত্রিপুরা সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও সদস্যরা। নেতৃত্বরা জানান, ছাত্রসমাজের স্বার্থরক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা ও সামাজিক বিষয়গুলিকে সামনে রেখে আগামী দিনে সংগঠন আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। রাজ্য সম্মেলনের মাধ্যমে এবিভিপির সাংগঠনিক শক্তি আরও মজবুত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাতে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা, সোনামুড়ায় বিএসএফের হাতে আটক এক বাংলাদেশী নাগরিক সহ ৫ জন

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: সোনামুড়া বাতাদোলা এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রমের সময় ৫ জনকে আটক করেছে বিএসএফ। বুধবার গভীর রাতে ৮১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা এই অভিযান চালায়। আটককৃতদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি নাগরিক ও চারজন ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আটক বাংলাদেশি নাগরিকের নাম ধনঞ্জয় ধর (৫৯)। এছাড়াও আটক চার ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে তিনজন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং একজন ত্রিপুরার। ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে তিন জন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা, তাদের নাম তপন কুমার ঘোষ (৫৬), সৈকত চৌধুরি (৫৫), অজিত কুমার দাস (৪২) এবং রবিন মিয়া (২২)। রবিন মিয়ার বাড়ি সোনামুড়া থানা এলাকায় বলে জানা গেছে।

আটকের পর বিএসএফ জওয়ানরা তাদের সোনামুড়া থানায় হস্তান্তর করে। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সীমান্ত অতিক্রমের উদ্দেশ্য ও এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কাছাড় জেলায় ৩৯ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, তিনজন গ্রেপ্তার

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: মাদক পাচারের নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস এবং ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর যৌথ বাহিনী কাছাড় জেলায় একটি সফল অভিযান চালায়। ওই অভিযানে ত্রিপুরার তিনজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গিয়েছে, ধৃতরা ২০ জানুয়ারি গভীর রাতে ৩০৬ নং জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রায় ১,৩০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার করেছিল। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩৯ কোটি হবে।অভিযান চলাকালীন পাচারকারীদের কাছ থেকে দুটি টাটা ট্রাক ও দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আরও তদন্ত চলছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক বিরোধী অভিযানে আসাম রাইফেলস দীর্ঘদিন ধরেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সাফল্য মাদক পাচার চক্র ভেঙে দিতে চলমান প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন থেকে ১০ কেজি গাঁজাসহ দুই বিহারী যুবক আটক

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন চত্বর থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ দুই বিহারী যুবককে আটক করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ প্রায় ১০ কেজি। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো বুধবারও কলেজটিলা ফাঁড়ির সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন এলাকায় ডিউটিতে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় রেলস্টেশন চত্বরে দু'জন যুবককে ব্যাগ হাতে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়।

সন্দেহের ভিত্তিতে ওই দুই যুবককে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে তাদের ব্যাগ থেকে প্রায় ১০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, আটক যুবকরা বিহারের বাসিন্দা এবং পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

পুলিশ অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়ে মাদক পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

উত্তরপ্রদেশে সাধু—সন্ন্যাসীদের উপর পুলিশের হামলার অভিযোগে কুশ পুত্তলিকা দাহ, আগরতলায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ,

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: উত্তরপ্রদেশে জগৎগুরু শংকরাচার্য ও সাধু—সন্ন্যাসীদের উপর পুলিশি আক্রমণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ধিক্কার ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনি এলাকায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা।

বিক্ষোভ চলাকালীন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ রায় বর্মন অভিযোগ করেন, উত্তরপ্রদেশে যে ঘটনা ঘটেছে, তা সনাতনী ধর্ম রক্ষার দাবির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন, এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে, সংশ্লিষ্টরা ধর্মরক্ষার নামে ভণ্ডামি ও রাজনৈতিক স্বার্থসাধন করছে। তিনি আরএসএস-এর তীব্র সমালোচনা করে আরও অভিযোগ করেন, দিল্লিতে বহু প্রাচীন মন্দির ভাঙা হয়েছে এবং ধর্মীয় প্রতীক ও মূর্তির অবমাননা করা হয়েছে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, কাশীর মতো প্রাচীন ধর্মীয় স্থাপত্যও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এসব ঘটনাকে নজিরবিহীন আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ইতিহাসে এমন ধ্বংসযজ্ঞ বিরল।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশে সাধু—সন্ন্যাসীদের উপর পুলিশের কথিত হামলা ও ধর্মীয় স্থাপনার ক্ষতিসাধনের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি। একই সঙ্গে তাঁরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়ের সূত্র ধরে নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ জানুয়ারি: সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়ের সূত্র ধরে নাবালিকাকে অপহরণের গুরুতর অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ থানা এলাকা থেকে নাবালিকা মেয়েটিকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ই জানুয়ারি ধর্মনগর চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে ধর্মনগর মহিলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়,ধর্মনগরের এক নাবালিকা মেয়েকে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ থানা এলাকার এক যুবক অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্মনগর মহিলা থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। মামলাটি মামলা নং ১/২০২৬,ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৭(২) ধারায় নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ গোপন সূত্র ও প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে পারে,নাবালিকাটি অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গেই রানিগঞ্জ থানা এলাকার অন্তর্গত একটি স্থানে অবস্থান করছে।

এরপর ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ রানিগঞ্জ থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে যৌথ অভিযান চালানোর উদ্যোগ নেয়। জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে মামলার তদন্তকারী অফিসার (আইও) উষারানি দেবনাথ তাঁর টিম নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জে যান। গতকাল রাতে পুলিশের তৎপরতায় অভিযুক্ত যুবক ও নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তাদের নিরাপদে ধর্মনগরে নিয়ে আসা হয়।

ধর্মনগর মহিলা থানার অফিসার ইনচার্জ শিপ্রা দাস জানান, বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত যুবককে ধর্মনগরের মাননীয় আদালতে পেশ করা হবে। মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে,অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে নাবালিকা মেয়েটির পরিচয় হয়েছিল ইনস্টাগ্রাম নামক সামাজিক মাধ্যমে। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই এই ঘটনার সূত্রপাত বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দৃষ্টিহীন অসহায় কল্পনা দেববর্মার সাহায্যের আর্তি, সরকারের সহানুভূতির অপেক্ষায় সিমনার বাসিন্দারা

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: সিমনা বড়কাঁঠাল এলাকা থেকে এক হৃদয়বিদারক মানবিক ছবি উঠে এসেছে। স্বামীহারা, দৃষ্টিহীন ও দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ কল্পনা দেববর্মা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। ১ নম্বর সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের বিদ্যা লুচন এলাকার বাসিন্দা কল্পনা দেববর্মা বর্তমানে চরম দারিদ্র্য ও অসহায়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কল্পনা দেববর্মার দুটি চোখই সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর। তিনি কিছুই দেখতে পান না। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকলেও অর্থের অভাবে নিজের চিকিৎসা করাতে পারছেন না। স্বামীহারা এই বৃদ্ধার উপার্জনের কোনো পথ নেই, ফলে দৈনন্দিন জীবনযাপনও হয়ে উঠেছে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

এই পরিস্থিতিতে সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে কল্পনা দেববর্মা সিমনার বিধায়ক তথা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা এবং স্থানীয় এডিসির ইএম রবীন্দ্র দেববর্মার কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। পাশাপাশি তিনি সমাজের শুভচিন্তক ও দয়ালু মানুষের সহানুভূতি ও সহযোগিতাও কামনা করেন।

সংবাদমাধ্যমের সামনে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কল্পনা দেববর্মা বলেন, "যদি একটি চোখেও দেখতে পেতাম, তাহলে ভিক্ষা করেও নিজের জীবন চালাতে পারতাম।" তাঁর এই বক্তব্যে এলাকার মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে। এখন দেখার বিষয়, রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা ও এডিসির ইএম রবীন্দ্র দেববর্মাসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও সমাজের দয়ালু মানুষ এই অসহায় দৃষ্টিহীন মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে নতুন করে বাঁচার আশার আলো দেখাতে এগিয়ে আসেন কি না।

ধর্মনগরে সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ পালিত: বাইক আরোহীদের ফুল ও হেলমেট দিয়ে সচেতন করল ট্রাফিক দপ্তর

ধর্মনগর, ২১ জানুয়ারি: সড়ক দুর্ঘটনা রোধ এবং সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করতে আজ বুধবার সকালে ধর্মনগরে পালিত হলো সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ। সকাল ১১ ঘটিকায় ধর্মনগর নেতাজি মূর্তির পাদদেশে ট্রাফিক দপ্তরের উদ্যোগে এই বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার, মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী, ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিনা দেববর্মা, মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর অভিষেক মালাকার এবং জেলা পরিবহন আধিকারিক ইস্টার জংটে সহ ট্রাফিক দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা।

এদিনের কর্মসূচিতে এক অভিনব উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে হেলমেটহীন বাইক আরোহীদের পথ আটকে শাস্তির বদলে তাদের হাতে ফুল তুলে দেওয়া হয় এবং মাথায় হেলমেট পরিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসনের আধিকারিকরা বাইক আরোহীদের জীবনের ঝুঁকি ও হেলমেট পরার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন। প্রশাসনের এই মানবিক ও সচেতনতামূলক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারীরা।

বিলোনিয়ায় পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২১ জানুয়ারি: সারা রাজ্যের সাথে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিলোনীয়া আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে পূর্নরাজ্য দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্টানের সূচনা করেন মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া এছাড়া ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত,বিলোনীয়া পুর পরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উপ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা, সহ অন্যান্য অতিথিগন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন রাজন্য শাসন বিলুপ্ত হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের ২১ শে জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ন রাজ্য দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য ধীরে ধীরে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন অগগতির কথাও বলেন। পাশাপাশি ত্রিপুরার মহারাজা আধুনিক রুপকার বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের রাজত্ব থেকে ধীরে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলছে।

এছাড়াও উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের নেশার বিরুদ্ধে, এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সজাগ সচেতন হওয়ার কথা বলেন।পূর্ণ রাজ্য দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রী,শিক্ষক, শিক্ষিকাদের, উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে ছাত্র ছাত্রী দের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠান শেষে শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম থেকে একটি রেলি বের হয় পূর্ন রাজ্য দিবসের বার্তা নিয়ে র্যালিটি বিকেআই সিন্থেটিক মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট- র উদ্যোগে পূর্ণরাজ্য দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: যথাযোগ্য মর্যাদায় উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট- র উদ্যোগে বুধবার ২১শে জানুয়ারি পালিত হলো পূর্ণরাজ্য দিবস। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন কলেজের মাননীয়া অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টীচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারী অধ্যাপিকা ড. নিবেদিতা ধর এবং প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন অধ্যাপিকা ড. রত্নাবলী রায় সেনগুপ্ত। একুশে জানুয়ারি দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষা। তাছাড়া এইদিনটি পালনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন টি.সি সেক্রেটারী এবং এইদিনটি র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে সার্বিক আলোচনা করেন প্রধান বক্তা। উক্ত অনুষ্ঠানে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা সহ অশিক্ষক কর্মচারীগণ ও উপস্থিত ছিলেন। এদিন উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবী সহ সবাই জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে উ অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এন.এস.এস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য উ

দুর্যোগ মোকাবিলায় ইলেকট্রিক্যাল সাইরেনের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ জানুয়ারি: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাধারণ জনগণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দুর্যোগের পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জেলা সদর দপ্তর, মহকুমা শাসকের সদর দপ্তর এবং ব্লক সদর দপ্তরসমূহে ইলেকট্রিক সাইরেন ব্যবস্থা স্থাপন করেছে।

এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাই এবং জনসাধারণকে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কীভাবে সতর্ক থাকতে হবে সেই বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যে, আগুন ও ভূমিকম্প সংক্রান্ত একটি সাইরেন ট্রায়াল মক ড্রিল আগামী ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে বেলা ১২টায় জেলা জুড়ে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।

এই সাইরেন বাজানোটি সম্পূর্ণরূপে একটি মহড়া বা মক ড্রিল। এটি কোনো বাস্তব দুর্যোগের সংকেত নয়। সুতরাং, সাধারণ জনগণের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য হলো-

দুর্যোগের সময় দ্রুত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর, তা যাচাই করাসাধারণ মানুষকে সাইরেনের সংকেত সম্পর্কে অবহিত করা

জরুরি পরিস্থিতিতে কীভাবে সঠিক প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে, সেই বিষয়ে প্রস্তুতি বৃদ্ধি করা, সকল নাগরিকদের অনুরোধ করা হয়, মক ড্রিল চলাকালীন শান্ত থাকবেন, গুজবে কান দেবেন না এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করবেন।

যৌথ অভিযানে উদ্ধার ৯১১ কেজি গাঁজা, বড়সড় সাফল্য যাত্রাপুর থানার ও এসটিএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত থলিবাড়ী রাবার বাগান এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। যৌথ অভিযানে যাত্রাপুর থানা ও এসটিএফ (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স) বাহিনী মোট ৯১১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে, যা রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযানে একটি বড়সড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ যাত্রাপুর থানার পুলিশ ও এসটিএফ বাহিনী যৌথভাবে থলিবাড়ী রাবার বাগান এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় সেখান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই ঘটনায় মাদক পাচারের সঙ্গে কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি, এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না।

কল্যাণপুরে শুরু হল দুইদিনের গ্রামীণ জীবিকা মেলা-২০২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ জানুয়ারি: কল্যাণপুরে শুরু হল দুইদিনের গ্রামীণ জীবিকা মেলা-২০২৬। টিআরএলএম, কল্যাণপুর ব্লক প্রশাসন ও নার্বাডের সহযোগিতায় এবং ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা"র ব্যবস্থাপনায় দুই দিনের মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। দিনের প্রথমার্ধে ব্লকের কনফারেন্স হলে উদ্যোগী কৃষকদের নিয়ে ফার্মার্স মিটের আয়োজনে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অভিজ্ঞ আধিকারিকদের আলোচনা সভা হয়। পাশাপাশি ব্লকের সম্মুখভাগে চলে মেডিকেল ক্যাম্প।

দিনের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রামীণ জীবিকা মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অভিজীৎ চক্রবর্তী, ছিলেন নার্বাডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার দীগন্ত কুমার দাস, কল্যাণপুর ব্লকের বিডিও হিমেন্দু বিকাশ পাল, বিএসি চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা সহ ভ্যাট"র অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর জ্যোতির্ময় মজুমদার প্রমুখ। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা পর্ব শেষেই স্বাগত আলোচনায় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরে এবং ভ্যাটের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তথ্য অবহিত করেন জ্যোতির্ময় মজুমদার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত জেলা শাসক অভিজীৎ চক্রবর্তী ভ্যাট"র ব্যবস্থাপনায় কল্যাণপুর ব্লক প্রাঙ্গণে গ্রামীণ জীবিকা মেলার ভূয়সী প্রশংসা করে আগামী দিনে গোটা রাজ্যের সাথেই খোয়াই জেলায় সাধারণ মানুষের স্বার্থে আরো ব্যাপক ভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উদ্বোধকের ভাষনে স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বেসরকারি সামাজিক সংগঠন ভ্যাট কল্যানপুর ব্লক এলাকায় যেভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন এই মেলা গ্রামীণ জীবিকা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কৃষক, গ্রামীণ কারিগর এবং স্থানীয় উৎপাদকদের দ্বারা প্রদর্শিত স্টলগুলো যা তাঁদেরকে তাঁদের পণ্য প্রদর্শন ও বাজারজাত করা, অভিজ্ঞতা বিনিময় করা এবং বাজার সংযোগ জোরদার করার একটি মঞ্চ প্রদান করবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই মঞ্চে এলাকার কয়েকজন সেরা কৃষক, মৎস্যচাষী, প্রাণী পালকদের মধ্যে কৃষি সামগ্রী, মাছ ধরার জাল ও স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নেশা মুক্ত সমাজ গঠনে বিশেষ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। উল্লেখ্য ভ্যাট কল্যাণপুর ব্লক এলাকায় বিগত দুই বছর যাবৎ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় তিন শতাধিক সাধারণ মানুষের আর্থিক স্বয়ংভরতার লক্ষ্যে টিডিএফ প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। স্বাভাবিক কারণেই গ্রামীণ জীবিকা মেলাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আগরতলায় লোক ভবনে ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মনিপুরের পূর্ণ রাজ্য দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : আগরতলায় লোকভবনে আজ ত্রিপুরা,মেঘালয় ও মনিপুরের পূর্ণ রাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আজকের দিনে ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মনিপুরের পূর্ণ রাজ্য দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিস্তারিত উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন।

রাজ্যপাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিশায় উত্তর পূর্বাঞ্চল বিকাশের পথে এগিয়ে চলছে। এই তিনটি রাজ্যও প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত ২০৪৭ সংকল্পের দিকে জোর কদমে এগিয়ে চলছে উ রাজ্যপাল নেশামুক্ত যুব সমাজ গড়ার উপর জোর দেন উ এই তিন রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জীবন জীবিকা ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির উপর গুরুত্ব দেন তিনি উ অষ্টলক্ষ্মীর এই অঞ্চলে দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করে বলেন , রাজ্যগুলোর সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর উন্নয়নেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার যথেস্ট আন্তরিকভাবে কাজ করছে।শহরে যেমন সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতেও সেই ধরনের সব সুবিধা সম্প্রসারনের উপর গুরুত্ব দেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এন ই সি-র বোর্ড সভাও এখন এই অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজ্যপাল আরো বলেন, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার দিকেও সমানতালে এগিয়ে চলছে এই রাজ্যগুলো। পর্যটন, শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, জৈবচাষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলোর যথেষ্ট সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তিনি। লোকভবনে আয়োজিত পুর্নরাজ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু সমাগত তিন রাজ্যের প্রতিনিধি ও ছাত্র ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান ও সংবর্ধিত করেন। অনুষ্ঠানে মনিপুর রাজ্যের পক্ষে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক জি ওয়াইকম, মেঘালয়ের পক্ষে মেরিয়াম সায়েদ এবং ত্রিপুরার পক্ষে অধ্যাপক সোমদেব বনিক বক্তব্য রাখেন

ব্রিজ নির্মাণে বিজেপির নামধারী দুষ্কৃতিদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ, আতঙ্কে কাজের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: মোহনপুর মহকুমাধীন ১ নং সিমনা বিধানসভার ধনিয়াভাঙ্গা এলাকায় একটি ব্রিজ নির্মাণকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি ওই এলাকায় একটি উন্নয়নমূলক ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। তবে কাজ শুরুর কয়েক দিনের মধ্যেই নির্মাণকাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ সামনে আসে।

অভিযোগ অনুযায়ী, মুখে কাপড় বাঁধা অবস্থায় প্রায় ১০ থেকে ১২ জন দুষ্কৃতী ৫টি বাইকে করে নির্মাণস্থলে হাজির হয়। তারা কাজ চালু রাখার জন্য সাইড ম্যানেজারের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। ওই দুষ্কৃতীরা নিজেদের শাসক দল বিজেপির সমর্থক বলে পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয়, সরকার শরিক দল আই.পি.এফ.টি'র নামও জড়িয়ে একাধিক ফোন কলের মাধ্যমে কাজের জন্য বড় অঙ্কের টাকা দাবি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গোটা ঘটনার বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান স্থানীয় ভি.সি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মার প্রচেষ্টায় এই উন্নয়নমূলক ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে এবং এই ধরনের কাজে কোনওভাবেই বাধা দেওয়া উচিত নয়। তিনি আরও বলেন, "যদি এতটাই ক্ষমতা থাকে, তবে ব্রহ্মকুণ্ডে চলমান ১২ কোটি টাকার কাজেও গিয়ে বাধা দিয়ে দেখাক।"

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 22-01-2026, 01:35

ক্রীড়াঙ্গন

মনিশংকরের শততম রঞ্জি ম্যাচের প্রাকসন্ধ্যায় টিসিএ-র সংবর্ধনা জ্ঞাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ক্রিকেটের জগতে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) এক ঐতিহাসিক দিন হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে। রাজ্য ক্রিকেটের আইকন মনি শংকর মুরাসিং আগামীকাল তাঁর রঞ্জি ক্রিকেট জীবনে ১০০তম ম্যাচে অংশ নিতে মাঠে নামছে। আগামীকাল থেকে ত্রিপুরা ও উত্তরাখণ্ডের মধ্যে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ এমবিবি স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে। এদিকে শততম ম্যাচ কে স্মরণীয় করে রাখতে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজ, বুধবার সন্ধ্যায় আগরতলার এক অভিজাত প্রথম সারির হোটেলে আয়োজিত এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানে মনি শংকর কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এর মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (প্রফেসর) ডা. মানিক সাহা। পৌরহিত্য করেন ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা। এছাড়া, অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন টিসিএ-র সম্পাদক সুব্রত দে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী এবং মুখ্য উপদেষ্টা তপন লোধ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গভর্নিং বডির সদস্য এবং আজীবন সদস্য প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনে মুখ্যমন্ত্রীর প্রফেসর ডা. মানিক সাহা মনিশঙ্কর মুরাসিং-এর আরও সাফল্য কামনা করার পাশাপাশি মনি শংকরকে অনুসরণ করে প্রত্যেক ক্রিকেটাররা যেন আরও এগিয়ে আসতে পারে তার আহ্বান জানান।

এদিকে, রাজ্য ক্রিকেটের মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে যেভাবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এগিয়ে আসছে তাতে ভূয়ষী প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। টিআইটি গ্রাউন্ডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম যত শীঘ্রই সম্ভব তা প্রকৃতভাবে চালু হওয়ার সর্বতো ভূমিকায় তিনি সবসময় যোগাযোগ রাখছেন বলেও জানিয়েছেন।

রঞ্জি ট্রফিতে উত্তরাখণ্ডের মুখোমুখি হবে আজ ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জাতীয় ঘরোয়া প্রথম শ্রেণীর রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে ফের ময়দানে নামতে চলেছে ত্রিপুরা। ভারতীয় ক্রিকেট সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত মরশুমের চলতি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই পাঁচটি ম্যাচে অংশ নেয় ত্রিপুরা।এরমধ্যে দুটি ম্যাচে ইনিংসে লিড নিয়ে ড্র করলেও বাকি চারটি ম্যাচেই জঘন্য পরাজয়ের সম্মুখীন রাজ্য দল। এই অবস্থায় পাঁচ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট হাতে নিয়ে দীর্ঘ প্রায় দুই মাস বাদে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচ খেলতে চলেছে রাজ্য রঞ্জি দল। তাও আবার নিজেদের ঘরের মাঠে। আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে আয়োজিত চার দিনের ম্যাচে এবার রাজ্য দলের প্রতিপক্ষ সফরকারি উত্তরাখণ্ড। নিজেদের পরিচিতি মাঠের সুফল লড়াইয়ের ময়দানে ছিনিয়ে নেওয়াটাই এখন রাজ্য দলের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ক্রিকেটাররা ব্যাট বল হাতে নিয়ে ময়দানে নামার আগে বুধবার এমবিবি স্টেডিয়ামে সেরে নিল চূড়ান্ত অনুশীলন। একই সাথে এদিন স্টেডিয়ামে অনুশীলন করল সফরকারি উত্তরাখণ্ড দলের ক্রিকেটাররাও। বেশ কিছু সময় এদিন উভয় দলের ক্রিকেটাররা পৃথক পৃথকভাবে ব্যাটিং বোলিং ও ফিল্ডিং অনুশীলন করে। তবে চার দিনের ম্যাচে সব দলের কাছেই অন্যতম ফ্যাক্টর টস। তাই আগামীকাল সকালে লড়াই শুরু হবার আগে টসে কোন দল বাজিমাত দেখাতে সক্ষম হয় সেটা এখন দেখার বিষয়।

ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসা নিয়ে কিছু জানেন না লিটন, বাংলাদেশের টি২০ অধিনায়কের পাল্টা প্রশ্ন, 'আপনি নিশ্চিত আমরা বিশ্বকাপে খেলব?'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসা নিয়ে টালবাহানা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। কিছুতেই এ দেশে খেলতে আসতে রাজি নয় তারা। এ বিষয়ে প্রথম বার মুখ খুললেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাস। যথেষ্ট আশঙ্কা ধরা পড়ল তাঁর গলায়। জানিয়ে দিলেন, এ বিষয়ে উত্তর না দেওয়াই 'নিরাপদ' হবে। আদৌ বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলবে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। মঙ্গলবার বিপিএলের ম্যাচের পর লিটনকে প্রশ্ন করা হয়, বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে বিপিএল আদৌ সঠিক কি না? লিটন তখন বলেন, "আপনি নিশ্চিত আমরা বিশ্বকাপ খেলব? আমি তো এখনও অনিশ্চিত। বাকিরাও অনিশ্চিত। আমার মনে হয় গোটা দেশও এই মুহূর্তে অনিশ্চিত। কারও কাছে কোনও উত্তর নেই। আমি জানি আপনি কী প্রশ্ন করতে চলেছেন। তবে এর উত্তর দেওয়া এখন আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। তাই কোনও উত্তর দেব না।"

তবে এই টালবাহানা যে তাঁর ভাল লাগছে না, এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন লিটন। বলেছেন, "সকলে বিপিএল খেলছে এটা ঠিক। তবে এটা যদি জানতে পারতাম যে গ্রুপে আমাদের প্রতিপক্ষ কে বা কোন দেশে আমরা খেলতে যাচ্ছি তা হলে খুবই সুবিধা হত। এখনও পর্যন্ত কোনও খেলোয়াড়ই জানে না আমরা কোথায় খেলতে যাব বা কাদের বিরুদ্ধে খেলব। আমাদের মতো গোটা বাংলাদেশও দোলাচলে ভুগছে।"

প্রশ্ন তোলা হয় ভারত এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সম্পর্ক নিয়েও। লিটন বলেন, "এটা বলা নিরাপদ নয়। একেবারেই নিরাপদ নয়। ধন্যবাদ। আশা করি আমার উত্তরে আপনার খারাপ লাগবে না।" তিনি উত্তর দিতে চাননি মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে ছেঁটে ফেলা নিয়েও। বলেন, "আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কেউ কোনও কথা বলেনি। জীবনে অনেক কিছুই ঠিকঠাক হয় না। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনাকে সেটা মেনে নিতে হয়।"

লিটন জানিয়েছেন, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে বোর্ডকর্তারা কেউ যোগাযোগ করেননি তাঁর সঙ্গে। বিপিএল যে আদৌ সঠিক প্রস্তুতি নয়, সেটাও মেনে নিয়েছেন লিটন।

বলেছেন, "আজ থেকে আমাদের ম্যাচ শেষ। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেব। প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে ম্যাচগুলো খেলতে গিয়ে। আমরা কোনও বিরতি ছাড়াই একটানা খেলে যাচ্ছি।

বিশ্রামের সময়ই পাইনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ম্যাচ খেলার পর বিশ্রাম পাওয়া যায়। কিন্তু বিপিএলে সেই সুযোগ কেউ পায়নি। বিশেষ করে আমার রংপুর দল তো পায়ইনি। আমরা পরের পর ম্যাচ খেলেছি।"

ছোটদের বিশ্বকাপে জাপানকে হারাল অস্ট্রেলিয়া, বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল বাংলাদেশ-নিউ জিল্যান্ড ম্যাচ

অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে সহজ জয় পেল অস্ট্রেলিয়া। জাপানকে ৮ উইকেটে হারাল তারা। প্রথমে ব্যাট করে জাপান করে ৮ উইকেটে ২০১ রান। জবাবে ২৯.১ ওভারে ২ উইকেটে ২০৪ অস্ট্রেলিয়ার। অন্য দিকে বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল নিউ জিল্যান্ড-বাংলাদেশ ম্যাচ।

টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন জাপানের অধিনায়ক কাজুমা কাতো স্টাফোর্ড। শুরুতেই ওপেনার নিখিল পলের উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় জাপান। পরিস্থিতি সামাল দেন অন্য ওপেনার নিহার পারমার এবং তিন নম্বরে নামা হুগো টানি কেলি। নিহার করেন ৩৩ রান। কেলির ব্যাট থেকে এসেছে ৭৯ রানের ইনিংস। তিনিই জাপানের পক্ষে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন। এ ছাড়া বলার মতো রান চার্লি হারা হিনজের ২৪ এবং মন্টগোমেরি হারা হিনজের ২৯। অস্ট্রেলিয়ার সফলতম বোলার নাদেন কোরে ৩১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ৩২ রানে ২ উইকেট উইল বাইরমের।

জয়ের জন্য ২০২ রানের লক্ষ্য ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনারই দলকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেন। ১০২ রানের ইনিংস খেলেন উইল মালাজজুক। অন্য ওপেনার নীতেশ স্যামুয়েল করেন অপরাজিত ৬০। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ২২ গজে ছিলেন টম হোগান (অপরাজিত ১৯)। জাপানের সফলতম বোলার নিহার ৩৫ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। নিউ জিল্যান্ড-বাংলাদেশ ম্যাচ ভেস্তে গেল বৃষ্টির জন্য। টস জিতে মেঘলা আবহাওয়ায় ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম। ব্যাট করতে নেমে ১০ ওভারে ১ উইকেটে ৫১ রান করে নিউ জিল্যান্ড। তার পর বৃষ্টি এবং ভিজে মাঠের জন্য আর খেলা সম্ভব হয়নি। নিউ জিল্যান্ডের আরিয়ান মান ২০ রানে অপরাজিত থাকেন। বাংলাদেশের ইকবাল হোসেন ইমন ১২ রানে ১ উইকেট নেন।

স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে আমবাসা প্রি-কোয়াটারে ব্লাডমাউথ, মৌচাকের নিয়ম রক্ষার জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসি আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে ব্লাডমাউথ ক্লাব ১০ উইকেটের ব্যবধানে শান্তিরবাজারকে পরাজিত করেছে। এছাড়া, অপর খেলায় আমবাসা ইনিংস সহ ৩৮ রানের ব্যবধানে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে এবং মৌচাক ক্লাব ৩ উইকেটের ব্যবধানে শতদল সংঘ কে পরাজিত করেছে। আমবাসা দুর্দান্ত জয়ছি নিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর কাছে ইনিংসে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ১২১ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড বিএসটি-কে পরাজিত করেছিল। এদিকে ব্লাড মাউথ এবং মৌচাক ক্লাবের জয় দু-টি মূলতঃ নিয়ম রক্ষার। কেননা আগের দুটি করে ম্যাচে দুই দলই হেরে পয়েন্ট খুইয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রুপ জি থেকে আমবাসার পাশাপাশি ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস আগেই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে।

জল্পনাতেই সিলমোহর, কোস্টারিকাকে বিশ্বকাপ খেলানো অ্যামেলিয়া এবার ভারতের দায়িত্বে

ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের কোচ হলেন কোস্টারিকার প্রাক্তন ফুটবলার অ্যামেলিয়া ভালভার্দে। মহিলাদের বিশ্বকাপ ফুটবলে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এই মুহূর্তে ভারতীয় মহিলা দল তুরস্কে রয়েছে। এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি হিসাবে কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে। সেখানেই যোগ দিয়েছেন এই বিদেশি কোচ। কোস্তারিকার কোচ আমেলিয়ার সঙ্গে আসছেন তাঁর পছন্দের সহকারী কোচিং স্টাফেরাও। তাঁর সঙ্গে ভারতীয় মহিলা দলের সহকারী কোচ হচ্ছেন গোলকিপার কোচ এলি আভিলা ও স্ট্রেনথ এন্ড কন্ডিশনিং কোচ জোশ স্যাঞ্চেজ। মাত্র ২৪ বছর বয়সে খেলা ছাড়ার পর অ্যামেলিয়া কোচিং শুরু করেছেন ২০১১ সালে। দীর্ঘদিন তিনি কোস্টারিকার মহিলাদের জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। ৩৯ বছর বয়সি ভালভার্দে নিজের দেশের জাতীয় দলের সহকারী কোচ হয়েছিলেন ২০১১ সালেই। ২০১৫ সালে হেড কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

২০১৫ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত কোস্টারিকার মহিলা দলকে কোচিং করিয়েছেন অ্যামেলিয়া। তাঁর কোচিংয়েই প্রথমবার মহিলাদের বিশ্বকাপে খেলতে নামে কোস্টারিকা। ২০১৫ সালের মেগা টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বেই অবশ্য ছিটকে যায় অ্যামেলিয়ার দল। বিশ্বকাপের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় কোস্টারিকা। ২০১৭ সালের সেন্ট্রাল এশিয়ান গেমসে চ্যাম্পিয়ন। পরের বছর কোস্টারিকার ঝুলিতে আসে রুপো। পরে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নশিপে চতুর্থ হয় ২০২২ সালে। কনকাকাফে চতুর্থ হয়ে ফের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে কোস্টারিকার মহিলা দল। কিন্তু আবারও সবক'টি ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্ব থেকে কোস্টারিকা বিদায় নেয়। তারপর জাতীয় দলের কোচের পদ ছেড়ে দেন অ্যামেলিয়া। টানা আটবছর কোচিং করিয়েছিলেন জাতীয় দলকে।

কোস্টারিকার জাতীয় দল ছেড়ে মেক্সিকোর ক্লাব মন্টেরিতে যোগ দেন অ্যামেলিয়া, হেড কোচ হিসাবে। ২১ মাস সময় পেয়ে তার মধ্যেই লাতিন আমেরিকার অন্যতম সেরা লিগ অ্যাপারটুরা এবং ক্লসুরা জিতে নেয় মন্টেরি। এবার তাঁর নতুন চ্যালেঞ্জ ভারতের মাটিতে। এতদিন মহিলা দলের দায়িত্ব সামলেছেন ক্রিস্পিন ছেত্রী। তাঁর সঙ্গেই যোগ দিতে চলেছেন বিশ্বকাপে কোচিং করানো অ্যামেলিয়া।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য স্তরীয় ক্রিকেটে বিলোনিয়া, উদয়পুরের দুর্দান্ত জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় বিলোনিয়া ও উদয়পুরের। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিলোনিয়া ১২০ রানের ব্যবধানে দারুন জয় পেয়েছে। হারিয়েছে গন্ডাছড়াকে। উদয়পুরের জামজুরি মাঠে মঙ্গলবারে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে বিলোনিয়া ১৯ ওভার ৩ বল খেলে ৪৩ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে গন্ডাছড়ার ইনিংসও থেমে যায় মাত্র ৩৪ রানে, ১৯ ওভার ১ বল খেলে। ৯ রানে লিড নিয়ে বিলোনিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪৮ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬৬ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে বিলোনিয়া ১৫৯ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে জবাবে গন্ডাছড়া ব্যাট করতে নেমে ৭৮ রানে দ্বিতীয় ইনিংসেও গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।নিপকো গ্রাউন্ডে অপর খেলায় উদয়পুর ১২৬ রানের ব্যবধানে খোয়াই কে পরাজিত করে জয়ের হ্যাটট্রিক করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে। মঙ্গলবারে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে উদয়পুর ৪৫ ওভার ৩ বল খেলে ১৬৫ রানে ইনিংস শেষ করেছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই ৩৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নয় উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ আরো পাঁচ রান সংগ্রহ করে ১১৩ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে উদয়পুর ব্যাট করতে নেমে ৩৪ ওভার ৫ বল খেলে ১৪০ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। অতঃপর খোয়াইয়ের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৬৬ রানে গুটিয়ে গেলে উদয়পুর দুর্দান্ত জয় পায় ১২৬ রানের ব্যবধানে।

আমবাসায় সুশাসন কাপ ক্রিকেট আসর শুরু ৩০শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে এখন বিভিন্ন নামে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট গুলিতে থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। কোন কোন আয়োজক সংস্থা টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের জন্য চার চাকার গাড়ি ও বাইক দিচ্ছে, আবার কেউ ঘোষণা অনুযায়ী প্রদান করছে মোটা অংকের প্রাইজ মানি। মূলত নেশার হাত থেকে যুব সমাজকে দূরে রেখে ময়দান মুখী করার লক্ষ্যেই আকর্ষণীয় প্রাইজের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন। এক্ষেত্রে যেন এবার পিছিয়ে নেই আমবাসাও।আমবাসা পুর পরিষদের উদ্যোগে এই প্রথম আমবাসায় শুরু হতে চলছে সেভেন এ সাইড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে চান্দ্রাই পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হতে চলেছে সুশাসন কাপ এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আগামী ৩০ শে জানুয়ারি টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। বুধবার আমবাসা পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একথা জানান আমবাসা পুর পরিষদের কর্মকর্তারা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিমা মালাকার, ভাইস চেয়ারম্যান গোপাল সূত্রধর, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান সুমন দেবনাথ, পুর পরিষদের ডেপুটি সিও সহ অন্যান্যরা। এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রতিটি দলে সাত জন করে ক্রিকেটার অংশগ্রহণ করবে। তিনজন আমবাসা মহকুমার ও চারজন বহিরাগত থাকতে পারবে। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলকে ৭০ হাজার টাকা ও রানার্স দলকে চল্লিশ হাজার টাকা প্রাইজমানি সহ দেওয়া হবে সুদৃশ্য ট্রফি। তাই প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই টুর্নামেন্টকে সফল করে তোলার জন্য ক্রীড়া প্রেমীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান উদ্যোক্তারা।

ধাক্কা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের! আমিনুলদের গ্রুপবদলের প্রস্তাব নাকচ আইসিসির, ভারতে খেলার সম্ভাবনা বাড়ছে লিটনদের

শেষ পর্যন্ত কি ভারতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে আসতে হবে বাংলাদেশকে? যাতে এ দেশে তাদের খেলতে আসতে না হয়, তার জন্য সব রকম চেষ্টা করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। শনিবারের বৈঠকে আইসিসিকে গ্রুপবদলের প্রস্তাবও দিয়েছে তারা। কিন্তু তাতে সাড়া মেলেনি। জানা গিয়েছে, আইসিসি এই পরিস্থিতিতে গ্রুপবদলের কথা ভাবছে না।

'ক্রিকবাজ' একটি রিপোর্টে এ কথা জানিয়েছে। আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক তাদের বলেছেন, "আইসিসি আমাদের নিশ্চিত করেছে যে, বিশ্বকাপের সূচিতে কোনও বদল হবে না। আমরা গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতেই খেলব।" এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই বিষয়ে অবশ্য আইসিসি এখনও কিছু বলেনি।

শনিবার আইসিসির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক ছিল বিসিবি কর্তাদের। তার পরে একটি বিবৃতি দেয় বিসিবি। সেখানে লেখা, "আলোচনার সময় বিসিবি আইসিসিকে অনুরোধ করেছে, বাংলাদেশের ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে দেওয়া হোক। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সুরক্ষা নিয়েও বোর্ড উদ্বিগ্ন। পাশাপাশি সমর্থক ও গণমাধ্যমের কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত বোর্ড।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রত্যেকে আগ্রহ দেখিয়েছেন। বিসিবি প্রস্তাব দিয়েছে, বাংলাদেশকে অন্য গ্রুপে রাখা হোক। শ্রীলঙ্কায় সব ম্যাচ হলে ক্রিকেটের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে।"

শনিবার বাংলাদেশ বোর্ডের সঙ্গে বৈঠক করতে ঢাকায় যান আইসিসির ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড্রু এফগ্রেভ। অনলাইনে বৈঠকে ছিলেন আইসিসির ইভেন্টস অ্যান্ড কর্পোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার গৌরব সাক্সেনাও। প্রত্যাশিত সময়ে ভিসা না পাওয়ায় বৈঠকে সরাসরি যোগ দিতে পারেননি তিনি।

বৈঠকে বিসিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মহম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ও ফারুক আহমেদ, পরিচালক ও ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামউদ্দিন চৌধুরী। সেখানেই নিজেদের প্রস্তাব দেয় বিসিবি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ সি-তে রয়েছে বাংলাদেশ। সেখানকার বাকি চার দল ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইটালি। 'ক্রিকবাজ' জানিয়েছে, বাংলাদেশ চাইছে গ্রুপ বি-তে যেতে। সেখানে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে জায়গা বদল করতে চাইছে বাংলাদেশ। যদি তেমনটা হয়, তা হলে নতুন গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে ও ওমানের বিরুদ্ধে খেলতে হবে বাংলাদেশকে। আয়ারল্যান্ডের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় রয়েছে। বাংলাদেশের এই প্রস্তাবের নেপথ্যে সেই কারণও রয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।

তবে 'ক্রিকবাজ'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আইসিসি যদি গ্রুপবদল না করে তা হলে নির্ধারিত সূচি মেনেই খেলতে হবে বাংলাদেশকে। গ্রুপ পর্বে তাদের চারটি ম্যাচের তিনটি রয়েছে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। একটি ম্যাচ রয়েছে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে। এখন দেখার, এই বিষয়ে আইসিসি শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়।

রিয়ালকে জেতালেন এমবাপে

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ হিসাবে যাত্রাটা ভাল ভাবেই শুরু করলেন মাইকেল ক্যারিক। তাঁর দায়িত্বে প্রথম ম্যাচেই প্রতিবেশী ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে হারিয়ে দিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ২-০ জিতেছে তারা। অন্য দিকে, স্পেনের লিগে কিলিয়ান এমবাপের গোলে লেভান্তেকে ২-০ হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। তাদের কোচ আলভারো আরবেলোয়ার অধীনের প্রথম জয়।

বুধবার ম্যান ইউয়ের দায়িত্ব নেন ক্যারিক। মরসুমের শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। হাতে মাত্র ১৭টি ম্যাচ পাচ্ছেন। তবে প্রথম ম্যাচেই তাঁর দল যা ফুটবল খেলেছে তা প্রশংসনীয়। সিটির মতো লিগের লড়াইয়ে থাকা দলকে নাকানিচোবানি খাইয়েছে। তিনটি গোল অফসাইডে বাতিল হয়েছে ম্যান ইউয়ের। দু'বার ক্রস বার বাঁচিয়েছে সিটিকে। সব মিলিয়ে, দাপুটে পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে ম্যান ইউ।

তিন মিনিটেই হ্যারি ম্যাগুয়েরের হেড বারে লেগে বেরিয়ে যায়। যদিও সেই ক্রস থেকে গোল করা উচিত ছিল। এর পর অফসাইডে তাদের দু'টি গোল বাতিল করা হয়। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যান ইউয়ের একের পর এক আক্রমণ আটকান সিটি গোলকিপার জিয়ানলুইজি ডোনারুম্মা। আমাদ দিয়ালো, ক্যাসেমিরো এবং ব্রায়ান এমবিউমোর শট আটকান।

৬৫ মিনিটে প্রথম গোল করে ম্যান ইউ। ব্রুনো ফের্নান্দেস পাস দিয়েছিলেন এমবিউমোকে। চলতি শটেই ক্যামেরুনের ফরোয়ার্ড গোল করেন। দ্বিতীয় গোল প্যাট্রিক ডোরগুর। এর পর আমাদের একটি শট পোস্টে লাগে। সংযুক্তি সময়ে ম্যান ইউয়ের হয়ে গোল করেন মেসন মাউন্ট। সেটিও অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে যায়। তত ক্ষণে ম্যাচের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় পাঁচে উঠে এসেছে ম্যান ইউ। সিটি দুইয়ে থাকলেও আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান কমানোর সুযোগ হাতছাড়া করেছে।

ইপিএলে এ দিন চেলসি ২-০ গোলে হারিয়েছে ব্রেন্টফোর্ডকে। জোয়াও পেদ্রো এবং কোল পামার গোল করেন। লিভারপুল ও বার্নলের খেলা ১-১ ড্র হয়েছে।

এ দিকে, নতুন কোচ আরবেলোয়ার অধীনে প্রথম ম্যাচেই দ্বিতীয় সারির দলের কাছে হেরে কোপা দেল রে থেকে বিদায় নিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এ দিন তারা জিতল কিলিয়ান এমবাপে এবং রাউল আসেনসিয়োর গোলে। তবে ম্যাচে কটাক্ষের সামনে পড়ত হল ভিনিসিয়াস জুনিয়র, জুড বেলিংহ্যাম এবং ফেডেরিকো ভালভার্দেকে। জাবি আলোন্সোকে কোচের পদ থেকে সরানোর নেপথ্যে এই তিন জনই ছিলেন বলে খবরে প্রকাশ পেয়েছে। সেই ফুটবলারদেরই কটাক্ষ করা হয়। বল ধরলেই ব্যঙ্গাত্মক শিস দেওয়া হচ্ছিল। ভিনিসিয়াসকে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেও দেখা গিয়েছে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বামেদের শাসনে রাজ্যের বিকাশে ব্যর্থ ঃ মন্ত্রী রতন লাল নাথ

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: সিপিএমের ৩৫ বছরের শাসন রাজ্যকে বিকাশে ব্যর্থ করেছে। পূর্ণরাজ্য দিবসে এমনটাই বললেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী আরও বলেন, সরকারের প্রকৃত কাজের ছবি দেখা যায় বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে, যা পূর্বে দৃশ্যমান ছিল না। একটি রাজ্যের উন্নয়ন তার বাজেট বরাদ্দ এবং পরিমাণে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। বর্তমান পরিস্থিতি পূর্ণ রাজ্য দিবসের প্রেক্ষাপটে এটির একটি বাস্তব উদাহরণ।

রতন লাল নাথ আরও উল্লেখ করেছেন ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে ত্রিপুরার প্রথম বাজেট ছিল মাত্র ৯.৪৭ কোটি টাকা, যেখানে জনসংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৪২ হাজার। ১৯৭২-৭৩ সালে বাজেট দাঁড়িয়েছিল ৪৩ কোটি ৬০ লাখ টাকায়, জনসংখ্যা ১৫ লাখ। আর ২০২৫-২৬ সালের বাজেট হয়েছে ৩২,৪২৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকা।

মন্ত্রী বলেন ৩৫ বছরে সিপিএমের শাসনে জনগণের উন্নয়নে খরচ হয়েছে ১ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকা, কিন্তু আমাদের সরকারের আট বছরে বাজেট পৌঁছেছে ১ লাখ ৮৭ হাজার কোটি টাকায়। বাজেটের এই বিশাল বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে সিপিএমের দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত ছিল।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, নীতি আয়োগের সর্বশেষ রিপোর্টে দেখা গেছে, ত্রিপুরা কয়েকটি ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে। গোয়া তিনটি ক্ষেত্রে, ত্রিপুরা দুটি ক্ষেত্রে, কেরালা দুটি ক্ষেত্রে, গুজরাত দুটি ক্ষেত্রে, এবং অন্যান্য রাজ্য এক বা একাধিক ক্ষেত্রে শীর্ষে। ত্রিপুরা 'স্থায়ী উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ' এবং 'জমি ও বাস্তুতন্ত্রে জীবন' এ ৯৫/১০০ স্কোর নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। এছাড়াও দারিদ্র্য নিবারণ, ক্ষুধা নির্মূল, স্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, পরিষ্কার জল ও স্যানিটেশন, সবুজ শক্তি, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও শ্রমের সুযোগ, বৈষম্য হ্রাস এবং শান্তি ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে রাজ্য নেতৃত্ব দিচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, এই অর্জনগুলো আমাদের পূর্ণ রাজ্য দিবসের উপলক্ষে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে প্রমাণ করেত্রিপুরার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আমাদের অটুট মনোভাব।

ধর্মনগরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ

ধর্মনগর, ২১ জানুয়ারি : চাইল্ডলাইন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধর্মনগর মহকুমার এক নাবালিকার বিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে থামানো হয়েছে। বুধবার ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ডেপুটি কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট (ডিসিএম) জিনিয়াস দেববর্মা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত অভিযোগে জানা যায়, কদমতলা থানাধীন ইছাইলালছড়া গ্রামের এক মেয়ের পরিবার তার ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছিল। খবর পাওয়ার পর ডিসিএম জিনিয়াস দেববর্মা কদমতলা পুলিশ, গ্রামের প্রধান ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মেয়েটির বাড়িতে পৌঁছে বয়স যাচাই করেন।

মেয়েটির জন্মনথি অনুযায়ী তার বয়স ১৭ বছর ১১ মাস ১৯ দিন। এরপর মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রশাসন। আলোচনার পর পরিবার লিখিত অঙ্গীকার দেন, মেয়েটি ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া হবে না।

জানা যায়, মেয়েটির বিয়ে কদমতলা ফুলবাড়ি গ্রামের প্রয়াত আব্দুল হকের ছেলে আলম হোসেন এর সঙ্গে ঠিক করা হয়েছিল। প্রশাসন, পুলিশ, গ্রামবাসী ও গ্রাম প্রধানের সহযোগিতায় সময়মতো হস্তক্ষেপে এই নাবালিকার বিয়ে সম্পূর্ণভাবে রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রশাসনের এই পদক্ষেপে এলাকায় যথেষ্ট সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কাঞ্চনমালা এলাকায় নিরাপত্তার অভাব, শুধুমাত্র দুই এসপিও কর্মী দায়িত্বে

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : রাজ্যের ভি আই পি দের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর পুলিশ কর্মী থাকা সত্ত্বেও, কাঞ্চনমালা এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব বর্তমানে মাত্র দুইজন এসপিও জোয়ানের ওপর নির্ভর করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা লক্ষীছড়া রামকৃষ্ণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহু বছর ধরে একটি ডিএআর ক্যাম্প স্থাপিত আছে। আগে এখানে প্রচুর পুলিশ কর্মী দায়িত্বে থাকলেও বর্তমানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর এলাকার নিরাপত্তা বজায় রাখার চিন্তা না করে একের পর এক ক্যাম্প থেকে পুলিশদের স্থানান্তর করছে।

বর্তমানে ক্যাম্পে কর্মী সংখ্যা মাত্র দুইজন। এই অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্বিগ্ন, প্রশ্ন তুলছেন এই দুইজন কর্মী কি শুধু নিজেদের নিরাপদ রাখতে পারবে, নাকি গোটা কাঞ্চনমালা এলাকা এবং বিদ্যালয়টি সুরক্ষা দিতে পারবে? স্থানীয়দের অভিযোগ, ক্যাম্পে কর্মী সংখ্যা কম হওয়ায় রাতের অন্ধকারে বিদ্যালয়ের মাঠে মাদকসেবীরা জাগ্রত হয়ে মদের বোতল নিয়ে আসর জমায়, এবং ক্যাম্পের দুই এসপিও জোয়ান এই ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকরভাবে পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। স্থানীয় এলাকাবাসী এবং বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বুধবার সাংবাদিকদের জানানো

বোধজংনগরে উচ্চ পর্যায়ের ড্রাগ ধ্বংসকারী কমিটির উদ্যোগে বিপুল পরিমাণ এসকফ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: বোধজংনগর এলাকায় উচ্চ পর্যায়ের ড্রাগ ধ্বংসকারী কমিটির উদ্যোগে বিপুল পরিমাণ এসকফ ধ্বংস করার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।আদালতের নির্দেশে এই ধ্বংস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৭ অক্টোবর জিরানিয়া রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে পুলিশ বিপুল পরিমাণ এসকফ আটক করেছিল। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের আদেশে বৃহস্পতিবার বোধজংনগর এলাকায় এই কমিটির তত্ত্বাবধানে এসকফের বোতলগুলি ধ্বংস করা হয়। ধ্বংস করা এসকফের মোট পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৭ হাজার ৮০০ বোতল, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা বলে জানানো হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হাই লেভেল ড্রাগ ডেস্ট্রয় কমিটির চেয়ারম্যান অবলা রমেশ রেড্ডি। পাশাপাশি কমিটির সদস্য অনির্বাণ দাস এবং এসপি ট্রাফিকসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে এই ধরনের ধ্বংস কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

আয়ুষ্মান কার্ডের সাহায্যে রতন সাহা ফিরে পেলেন নতুন জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-র অধীনে সময়োপযোগী ও নগদহীন চিকিৎসা পরিষেবা কিভাবে মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে তার এক জীবন্ত উদাহরণ শীতল টিলা এলাকার ৬৫ বছর বয়সী বাসিন্দা রতন সাহা।

ছোট্ট একটি বেকারি চালিয়ে পাঁচজনের পরিবারের ভরণপোষণ করতেন রতন সাহা। সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। কিন্তু দুই বছর আগে হঠাৎ করেই তাঁর গলায় তীব্র ব্যথা, কথা বলতে ও খাবার খেতে অসুবিধা এবং কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন দেখা দেয়। চিকিৎসকের পরামর্শে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বায়োপসির পর জানা যায়, তিনি গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত। এই খবর পরিবারকে গভীর উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়, কারণ ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যয় বহন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এই সংকটের মুহূর্তে আশার আলো হয়ে আসে আয়ুষ্মান কার্ড। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়া যাবে-এই উপলব্ধি পরিবারকে অনেকটা স্বস্তি দেয়। রতন সাহাকে আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতালে (অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টারে) ভর্তি করা হয়। যেখানে তার রেডিয়েশন থেরাপি শুরু হয়। আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নগদহীনভাবে তার চিকিৎসা সম্পন্ন হয়।

চিকিৎসার পর রতন সাহা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। কিন্তু সাত থেকে আট মাস পর আবারও তাঁর গলার সমস্যা দেখা দেয়। খাওয়া, কথা বলা এমনকি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির অবনতি হলে জরুরি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। সেই সময়ও আয়ুষ্মান কার্ডই হয়ে ওঠে তার জীবনের প্রধান ভরসা। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয় এবং তিনি পুনরায় সুস্থ হয়ে ওঠেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার স্ত্রী মীরা সাহা বলেন, 'আমাদের কাছে আয়ুষ্মান কার্ড ভগবানের আশীর্বাদের চেয়ে কম নয়। পরিবারের সবচেয়ে বড় সংকটে এই কার্ডই আমাকে আমার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। তার ছেলে রাজেশ সাহা বলেন, 'আয়ুষ্মান কার্ড না থাকলে বাবার অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হতো না। এই প্রকল্প আমার বাবাকে নতুন জীবন দিয়েছে।'

নির্দিষ্ট চিকিৎসা প্যাকেজের আওতায় রতন সাহা ২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকারও বেশি মূল্যের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং পূর্বের সমস্ত শারীরিক সমস্যামুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন।

পরিবারের সদস্যরা দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য এমন একটি জীবনরক্ষাকারী প্রকল্প চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় রাজ্যের ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার পরিবার থেকে মোট ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৯৩ জন সুবিধাভোগীকে আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ২১৮ জন সুবিধাভোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২৬৮.৮৩ কোটি টাকার দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। রতন সাহার এই যাত্রাপথ প্রমাণ করে দেয় যে আয়ুখান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা কীভাবে রাজ্যের অসংখ্য পরিবারের জীবনে সুস্থ হয়ে বাঁচার আশা ফিরিয়ে আনছে।

পানিসাগরে শুরু ৯ম 'রাংলং খোহুই' উৎসব, বর্ণিল আকাশবাতি ও ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টাধ্বনিতে শুভ সূচনা

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টার ধ্বনি ও রঙিন আকাশবাতির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল পানিসাগরের ইন্দুরাইল মাঠ। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমায় গতকাল সন্ধ্যা আনুমানিক আটটা নাগাদ শুরু হলো রাংলং সম্প্রদায় (হালাম)-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উৎসব৯ম 'রাংলং খোহুই'। এই জনজাতীয় মহোৎসবকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

রাংলং সম্প্রদায়ের প্রথা অনুযায়ী ঘণ্টা বা বেল বাজিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কৃতি দেববর্মা। এরপর মঙ্গল ও শান্তির প্রতীক হিসেবে আকাশে ওড়ানো হয় রঙিন আকাশবাতি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কৃতি দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিপরা মথার প্রতিষ্ঠাতা ও রাজপরিবারের সদস্য মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ, ভবরঞ্জন রিয়াং, কমল কলই, রালংমরিং হালাম-সহ এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জনজাতি নেতৃবৃন্দ।

উদ্বোধনী ভাষণে সাংসদ কৃতি দেববর্মা বলেন, রাংলং সম্প্রদায়ের এই ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতির গর্ব। ঘণ্টাধ্বনি ও আকাশবাতির মাধ্যমে উৎসবের সূচনা আমাদের কৃষ্টির উচ্চতাকেই তুলে ধরে।

অন্যদিকে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ তাঁর বক্তব্যে বলেন,আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যই আমাদের পরিচয়। নয় বছরে পদার্পণ করা এই উৎসব প্রমাণ করে আমরা আমাদের শিকড় কতটা যত্নের সঙ্গে আগলে রাখছি। তিনি আরও বলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে না চললে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ভূমিপুত্রদের স্বার্থ রক্ষায় সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, অল্প অর্থের বিনিময়ে যেন হালাম সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের জমি বিক্রি না করেন।

কৈলাসহরে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা, নিহত এক

কৈলাসহর, ২১ জানুয়ারি: উনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরের বাবুর বাজার থেকে টিলা বাজারগামী সড়কের মধ্যবর্তী এলাকায় আজ ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। বেপরোয়া গতিতে বাইক চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন দুই যুবক।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনার সময় বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। শব্দ শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়া হলে দমকল বাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে উনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহত দু'জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক ছিল। আহতদের মধ্যে একজনের নাম মনাই বলে জানা গেছে। তিনি কৈলাসহর শহরের উত্তরাঞ্চলের ইরানি এলাকার বাসিন্দা। অপর আহত যুবকের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়, আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। তবে সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে, গুরুতর আহত দুই যুবকের মধ্যে একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ছাত্র-ছাত্রী ও যাত্রী হেনস্তা বরদাস্ত নয়, বাস চালকদের কড়া বার্তা বিধায়ক সুশান্ত দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কোন প্রকার আঘাত বরদাস্ত হবে না, বললেন বিধায়ক তথা প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেব। বেশ কিছুদিন যাবৎ নাগেরজলা থেকে বিশালগড়ে চড়িলাম এলাকার ছাত্রসমাজ থেকে শুরু করে একাধিক যাত্রীরা উদয়পুরগামী বাস গাড়ির চালকদের হাতে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। নাগেরজলা থেকে যখন যাত্রীরা বিশালগড়, চড়িলাম আসার জন্য বাসে উঠেন ঠিক সেই সময়ে বাস গাড়ি চালকরা তাদেরকে নিচে নামিয়ে দেন। এমনকি, তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন বিশালগড় চড়িলামের কোন যাত্রীকে বাসে নেওয়া যাবে না। যাত্রীদের হেনস্তার ঘটনা নিয়ে পূর্বেও বিশালগড়ের বিধায়ক তথা প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি উদয়পুর আগরতলা সমস্ত বাস গাড়ির মালিকদের নিয়ে বিশালগড় সূর্যকিরণ বিয়ে বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক করেন। সেখানে স্পষ্ট জানান দিয়েছিলেন গাড়ির চালকরা যাত্রীদের সাথে এরকম অসভ্য আচরণ তারা আর কোনদিন করবেন না। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে পুনরায় দূরবর্তী বাস গাড়ির চালক থেকে শুরু করে কন্টাক্টর যাত্রীদের বিভিন্নভাবে হেনস্তা করছেন। মঙ্গলবার চড়িলামের ছাত্ররা যখন বাস গাড়িতে উঠেন তখন তাদেরকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করেন। সেই খবর সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি তার ব্যক্তিগত সামাজিক মাধ্যমে স্পষ্ট জানিয়েছেন যদি কোন ছাত্রছাত্রী অনৈতিকভাবে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন নির্দিষ্ট গাড়ির নাম্বার সহ দ্রুত বিধায়কের সাথে যোগাযোগ করেন। বিধায়ক জানান বর্তমান রাজ্যের জনদরদি সরকারকে বদনাম করার ষড়যন্ত্র করছে একাংশ বিরোধীদলের কর্মীরা। তাই সাধু সাবধান ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কোন প্রকার আঘাত বরদাস্ত করা হবে না। যাত্রী হেনস্থার ঘটনায় বিধায়কের প্রতিবাদে অনেকটাই খুশি রাজ্যের আপামর জনগণ।

লোক ভবনে ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মণিপুরের পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: আজ সন্ধ্যায় লোক ভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মণিপুরের পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এর উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু বলেন, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি রাজ্যের লোক ভবনে বিভিন্ন রাজ্যের পূর্ণরাজ্য মর্যাদার দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে। পূর্বোত্তরের তিনরাজ্য ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মণিপুর বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরার পক্ষে ডা. সোমদেব বণিক, মেঘালয়ের পক্ষে মরিয়ম সৈয়দ এবং মণিপুরের পক্ষে অধ্যাপক গোসেইন জেড ওয়েখুম। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরায় পাঠরত মেঘালয় এবং মণিপুরের ছাত্রছাত্রীরা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই দুই রাজ্যের অধিবাসীরা অংশ নেন। রাজ্যপাল তাদের সংবর্ধনা জানান।

নেতাজী জন্মজয়ন্তী ও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: সারা রাজ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজী জন্মজয়ন্তী, ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হবে। প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের অঙ্গ হিসেবে আগামী ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি আগরতলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন এর মাঠে। ঐদিন সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে নেতাজী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনুষ্ঠানের পর ৯টা ১৫ মিনিটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নেতাজী স্কুল মাঠ থেকে শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। সকাল ৯টায় নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত হবে দৃষ্টিহীনদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে রবীন্দ্রকাননে শুরু হবে হর্টিকালচার প্রদর্শনী। ৫টা ৩০ মিনিটে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে ২৪ জানুয়ারি বিকাল ৩টায় আয়োজন করা হয়েছে মহিলাদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচের। ঐদিন রবীন্দ্রকাননে হর্টিকালচার প্রদর্শনীর পাশাপাশি বসে আঁকো এবং আলপনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। রবীন্দ্রকাননেই সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আগামী ২৫ জানুয়ারি সকাল ৭টায় উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে অনুষ্ঠিত হবে ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে দুপুর ১২টায় শুরু হবে জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা। এদিন বিকাল ৩টায় মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়েছে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আসাম রাইফেলস ময়দানে। সকাল ৯টায় রাজাপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করবেন। এরপর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে। এদিন সূর্যোদয়ের পর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে গান্ধীঘাটস্থিত গান্ধীবেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ। সকাল ৭টায় এলবার্ট এক্কা পার্কে শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ। সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে তিনি নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সস্থিত সচিবালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। এদিন সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে বিভিন্ন হাসপাতালের রোগীদের, দৃষ্টিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, অনাথ আশ্রম, নড়সিংগড়ের দুঃস্থ আবাস, নির্মলা শিশু ভবন/স্বাবলম্বন প্রভৃতিতে থাকা আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত হবে প্রাক্তন সৈনিকদের অনুষ্ঠান। বিকাল ৫টায় লোক ভবনে আয়োজন করা হয়েছে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের। বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট থেকে রবীন্দ্রকাননে হর্টিকালচার প্রদর্শনীর বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। রাত ৮টা ৩০ মিনিটে প্রজ্ঞাভবনে জনজাতি নেতৃবৃন্দ ও সমাজপতিদের সাথে নৈশ প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে।

মেলাঘর হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু নিয়ে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি: মেলাঘর হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যু ঘিরে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন মেলাঘর হাসপাতালের চিকিৎসকরা। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক অভিজিৎ পাল তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন।

জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম সজল দাস। তার বাড়ি মেলাঘর থানার অন্তর্গত রাঙ্গামুড়া এলাকায়। চিকিৎসক অভিজিৎ পাল জানান, গত পরশুদিন সন্ধ্যায় তিনি হাসপাতালে কর্তব্যরত ছিলেন এবং ওই রোগীর চিকিৎসাও করেন। শ্বাসকষ্ট নিয়ে রোগী হাসপাতালে আসার সময়ই তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বোঝা যায়, রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত এবং তার রক্তচাপ ২০০-রও বেশি ছিল।

চিকিৎসক আরও জানান, তিনি রোগীর পূর্ববর্তী চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য জানতে চানআগে কোনও হৃদরোগের ওষুধ খেতেন কিনা, কী ধরনের ওষুধ গ্রহণ করতেন কিংবা কোনও চিকিৎসার নথিপত্র আছে কিনা। কিন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজন এই বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেননি। শুধু জানানো হয়, তিনি হার্টের ওষুধ খেতেন।

এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ না থাকায় রোগীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে যে ওষুধ দেওয়া দরকার, তা তিনি লিখে দেন। চিকিৎসক অভিজিৎ পালের মতে, হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর তাৎক্ষণিক উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার মতো পরিকাঠামো মেলাঘর হাসপাতালে নেই। এমন ক্ষেত্রে রোগীকে দ্রুত জিবি হাসপাতাল বা আইসিইউ-সুবিধাযুক্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া জরুরি। তিনি আরও জানান, তার ডিউটির সময় শেষ হওয়ায় পরবর্তী চিকিৎসককে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে সংশ্লিষ্ট রোগীর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকের দাবি, ওই রোগী দীর্ঘদিনের মদ্যপ ছিলেন এবং হাসপাতালে আসার সময়ও তিনি অ্যালকোহল গ্রহণ করেছিলেন। সাংবাদিকদের উদ্দেশে অভিজিৎ পাল বলেন, "কোনও ডাক্তারই কখনও কোনও রোগীর মৃত্যুকামনা করেন না। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে যার যতটুকু সময় নির্ধারিত, সে ততদিনই বেঁচে থাকে।'' এই ঘটনায় তিনি গভীর দুঃখপ্রকাশ করেন। এদিকে, সোনামুড়া স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রাজেশ দাস বিষয়টি খতিয়ে দেখে জানান, প্রাথমিক তদন্তে চিকিৎসকের কোনও গাফিলতি বা ত্রুটি পাওয়া যায়নি। তার মতে, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক সঠিক চিকিৎসাই প্রদান করেছিলেন এবং রোগীর মৃত্যুর সঙ্গে চিকিৎসকের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই। সব মিলিয়ে, মেলাঘর হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই দাবি করছে চিকিৎসক মহল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas